# হো-দের গল্প

( হোরেয়া কাজি )

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

---

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্

এলাহাবাদ

১৯২১

প্রকাশক
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্
এলাহাবাদ।

প্রাপ্তিস্থান।

১। ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস
২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা

২। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্
এলাহাবাদ

প্রিণ্টার
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস
মেটকাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—কলিকাতা

কল্যাণীয়

শ্রীমান্ অভিজিৎ

ও

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিশু ছাত্রদের

হাতে দিলাম।

# নিবেদন

পূজনীয় পিতৃদেব চাঁইবাসায় যখন ছিলেন তখন হো-দের কাছ থেকে ত্রিশটি গল্প সংগ্রহ ক'রে ইংরাজী ভাষায় The Journal of the Bihar and Orissa Research Societyতে প্রকাশ করেছিলেন। আমি তাঁর সংগৃহীত গল্পগুলি থেকে কয়েকটি অনুবাদ ক'রে তাঁর সাহায্যে এই "হো-দের গল্প" বইটি লিখেছি।

আমাকে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় এই বইটির প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েচেন। সে-জন্যে তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি। তা'-ছাড়া সতীর্থ-সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়দ্বয় এবং শ্রীমান্ অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা বইয়ের ছবিগুলি এঁকে দিয়ে যথেষ্ট উপকার করেচেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের ১২ বছরের কন্যা কল্যাণীয়া গৌরীবালার রঙিন ছবিখানি পুস্তকের গোড়ায় দিলুম। বন্ধুবরের ৮ বছরের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া যমুনার কচি হাতের সুন্দর ছবিটি সকলেরই চোখে পড়বে। ছবিগুলির মধ্যে আমার আঁকাও কয়েকখানি আছে। এই সুযোগে প্রকাশক মহাশয়দের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করচি।

কলাভবন—
শান্তিনিকেতন,
১৩২৮

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

# সূচী

# হো-দের গল্প

( হোরেয়া কাজি )



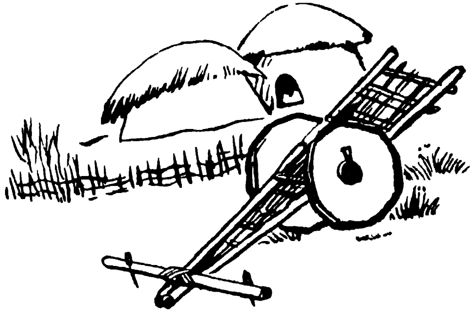
# হো-দের গল্প

( হোরেথা কাজি )

## হো-দের কথা

আমাদেব দেশে (ভারতবর্ষে) যেমন সভ্য জাতিরা অনেক কাল থেকে বাস ক'রে আস্‌ছে—আবার তেমনি অসভ্য জঙ্গলীরাও গভীর বনে পাহাড়েব গায়ে কুঁড়ে ঘরে আজ পর্য্যন্ত বাস করে। এদের সঙ্গে আমাদের সব চেয়ে তফাৎ এই যে, আমরা লিখ্‌তে

পড়তে জানি, আমরা ক্রমে ক্রমে তাই সভ্যতায় খুব দিন দিন বেড়ে উঠ্‌চি, আর ওরা লেখাপড়া যে কি তাই জানে না—তাই ঠিক্ হুবহু আগেও যেমন ছিল এখনও সেই রকম আছে। কিন্তু

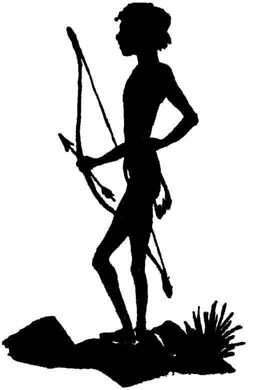


গোয়ালের ও গাড়ীর ছবি।

আশ্চর্য্য এই যে, ওরা খুব অল্পেই সন্তুষ্ট। আমাদের গাড়ী হ'লে মোটর, মোটর হ'লে এরোপ্লেন, এমনি ক'রে ক্রমশঃ অভাব বাড়ে—আর ওরা এখনও একটা আস্ত গাছকে এড়োভাবে কেটে গাছের চারধার যেমন এব্‌ড়ো খেব্‌ড়োই থাক, গাড়ীতে লাগিয়ে চাকার কাজ ক'রে নেয়। আমাদের কিন্তু তাই ব'লে ওদের মত নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। ওরা থাকে জঙ্গলে, তাই গাছপালার মত স্বাভাবিক ভাবে আপনা-আপনি বেড়ে ওঠে ;—আর আমরা

থাকি পাঁচিল-ঘেরা লোকালয়ে, তাই আমাদের ঠেলাঠেলি ক'রে বড় হ'য়ে উঠতে হয়, এই তফাৎ।

অসভ্য হো-জাতির বহু আগেকার বিষয় কিছুই জানা যায় না। রাঁচি জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে হো-নামে এক অসভ্য জাতি বাস করে। তাদের মধ্যে যে সব মজার মজার গল্প প্রচলিত আছে, আমরা তারি কয়েকটি এই বইয়ে লিখ্‌ব। কিন্তু গল্প ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে, হো-দের ঘরকন্নার কথা এবং তাদের চালচলনের বিষয় একটু জানা দরকার। তাই প্রথমে হো-জাতির একটু পরিচয় দেব।



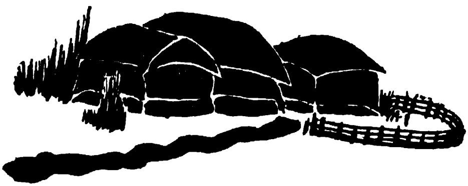
তীর ধনুক-হাতে হো ছেলে।

হো-জাতের প্রায় সকলেই বেশ বলবান্ ও সাহসী। তারা খুব লড়াই ভালবাসে। এজন্যেই তাদের আর একটা নাম "লড়্কা-কোল" অর্থাৎ লড়িয়ে কোল। এদের ছোট ছোট ছেলেরা জঙ্গলে গরু চরাতে যাবার সময় বা অপর সময় সর্ব্বদাই হাতে তীরধনুক রাখে। ছেলেদের খেলাই হ'ল তীর ছোঁড়া—বড় হ'লে তারা শেষে খুব ভাল তীরন্দাজ হ'য়ে দাঁড়ায়।

অসভ্য জাতমাত্রেই ফুল আর রঙচঙ খুব ভালবাসে। এরাও রঙ আর ফুল খুব পছন্দ করে। কোথাও লাল টকটকে ফুল দেখ্‌লেই, সেটি তুলে পুরুষেরা কানে আর মেয়েরা তাদের উড়ে মেয়েদের মত ক'রে বাঁধা এক পেশে খোঁপায় গুঁজে ফেলে। অসভ্য হ'লেও এদের বাড়ী একটুও অপরিষ্কার নয়। ঘর দুয়ার সর্ব্বদাই তকৃতকে ঝক্‌ঝকে, পরিষ্কার



মাথায় ফুল গুজ্‌ছে!



ঘর বাড়ী।

পরিচ্ছন্ন। আবার ঘরের দেয়ালে নানা রকম লাল, হলুদ, সাদা এবং কালো মাটি দিয়ে চিত্র বিচিত্র করা। সবারই ঘরের সামনে ঐ রকম পরিষ্কার উঠান (রাঁচা) থাকে। সেইখানে কাজকর্ম্মের পর কিছুক্ষণ অনেকে একসঙ্গে ব'সে ব'সে তাদের

চাষবাসের, সুখদুঃখের কথাবার্ত্তা কয়। এদের ঘর তৈরীর একটা মস্ত দোষ এই যে, আলো হাওয়ার জন্যে এরা জান্‌লা আদৌ রাখে না, কেবল ঘরে ঢোকবার একটিমাত্র দরজা থাকে। বাঘ ভাল্লুকের ভয়ে এরা বাড়ীর উঠান খুব ছোট করে আর তার চার পাশটা খুব উঁচু পাথরের বা কাঠের বেড়া দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখে।

হো-দের চেহারা প্রায়ই বিশ্রী। গায়ের রঙ কালো মিশ-মিশে, ঠোঁট পুরু, নাক খাঁদা, আবার চোখ ফুলো-ফুলো। কিন্তু হো-দের মধ্যে কোনো কোনো অঞ্চলের লোককে বেশ সুশ্রী আর ফর্সা দেখা যায়। পুরুষ আর মেয়েরা সকলেই খুব খাটে বলে' এদের শরীরের গঠন খুব সুন্দর হয়। এরা প্রায়ই আমাদের দেশের সভ্যদের চেয়ে বেশী দিন বাঁচে। খুব বুড়ো হ'লে আমাদের লোকেরা যেমন অথর্ব্ব হ'য়ে পড়ে, এরা তা হয় না। মরবার আগে পর্য্যন্ত এরা বন থেকে গাছে চড়ে কাঠ কেটে ঘরে আনে, আর কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে জমী তৈরী করে।



বুড়ো হো।

হো-রা বিদেশীর ( দিকুর ) সঙ্গে মিশতে ভালবাসে না। এরা অনেককাল থেকে ভূঁইয়া ও জৈন প্রভৃতি সভ্যদের সংস্রবে এসেছে কিন্তু তাতে ওদের স্বাভাবিক আচার-বিচার বা অন্য কিছুরই বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি।

এরা কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত কাপড় পরতে জান্‌ত না। কেবল কোমরের কাছে পাতা-লতা বেধে রাখত। 'সারাণ্ডাপি' বলে' এক জায়গায় পাহাড়ী অঞ্চলের লোকেরা এখনও পর্য্যন্ত এই রকম ভাবে পাতা পরে' থাকে। আজকাল হো-রা চরকায় কাটা এক রকম মোটা সূতার কাপড় পরে। ওরা নিজেরা এই কাপড় বুন্‌তে জানে না। বহুকাল পূর্ব্বে যে সব তাঁতি তাদের সঙ্গে বসবাস কবেছিল তাদের বংশধবেরাই কাপড় বোনে। এই তাঁতিরা বেশীদিন ওদের সঙ্গে থেকে থেকে ঠিক ওদের মতই হ'য়ে পড়েছে।

বাঙলাদেশ বা হিন্দুস্থানের অপর জায়গার মত হো-রা পূর্ব্ব-কালে মুসলমান বা অপর রাজার সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকাব কখনও করে নি, এখনও পর্য্যন্ত এদের কতকটা সেই স্বাধীন ভাব আছে। এদের প্রতি গভর্মেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহ। পুলিশ, চৌকিদার বা খাজনা আদায়েব জন্যে নায়েব নিযুক্ত করা হয় না। এদের প্রত্যেক গ্রামে একজন করে "প্রধান" আছে, তাকে এরা 'মুণ্ডা' বলে। আর চার পাঁচটি গ্রাম নিয়ে একজন 'মান্‌কি' আছে। মানকিরা পুলিশের দারোগার কাজ করে—আর মুণ্ডারা খাজনা আদায় করে' মান্‌কির হাতে দেয়—মান্‌কিই সেগুলি গভর্মেণ্টকে দেয়।

অসভ্য বলে' এদের ভয় করবার কিছুই নেই। এরা খুবই সাদাসিদে, আর খুব সত্যবাদী। বরং এদের মধ্যে যারা খৃষ্টান হ'য়ে আজকাল বাবুয়ানা শিখেছে আর যারা চাঁইবাসার আদালতের সংস্রবে এসেছে, তারাই সরলতা হারিয়েছে—ধূর্ত্ত হ'য়ে

পড়েছে। হো-রা সহজে অপর জাতের সঙ্গে মিশতে চায় না বলে' মুণ্ডা বা অপর সব অসভ্যদের মত সহজে খৃষ্টান হয় না বা আসাম প্রভৃতি চা-বাগানে কুলির কাজে দেশ ছেড়ে যায় না।

এরা নাচ-গান গল্প-স্বল্প ভালবাসে। এদের প্রত্যেক গ্রামে নাচবার বিশেষ জায়গা আছে। সাধারণতঃ তাকে 'আখড়া' বলে। সমস্ত দিন কাজকর্ম্মের পর এই আখড়ায় গাঁয়ের এক পাশে একটা খোলা জায়গায় সকলে মিলে মদ খেয়ে নৃত্য করতে থাকে। সেখানে কোন রকম আলো জ্বালার ব্যবস্থা থাকে না। অমাবস্যার অন্ধকারেই নাচ-গান এদের বেশী জমে।



নাচের ছবি।

এদের চাষবাস করেই চলে। চাষবাসের আবার অনেক দেব-দেবী আছেন। পৃথিবীর স্মৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বহুকাল থেকে এদের মধ্যে চলে' আসছে। এদের প্রধান দেবতা হলেন 'সিংবোঙ্গা'—সূর্য্যদেব; আর দেবী, তাঁর স্ত্রী 'চাণ্ডু',—চাঁদ। এই দুটি ছাড়া আরো অনেক ছোটখাটো দেবতা আছেন। যেমন 'চানালা-দেসুমবোঙা' আর তাঁর বৌ 'পানগোরা'।

এদের বছরে সাতটা পর্ব্ব। প্রায় সব পর্ব্বই ওদের চাষ-বাস নিয়ে। ওদের "মাঘিপরব" সব চেয়ে বড় উৎসব। এই পূজোতে 'দেসাউলি-বোঙার' পূজো হয়। সমস্ত মাঘ মাস এক একদিন এক এক গ্রামে দলে দলে লোকজন জড় হয় আর মাদল দামামা শিঙ্গে বাজিয়ে নাচে। এরা সাঁওতালদের মতই স্ত্রী পুরুষে হাত ধরাধরি করে' তালে তালে পা ফেলে, একবার এগিয়ে, একবার পিছিয়ে, একবার একটু ঝুঁকে, একবার সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে নাচ্‌তে থাকে।

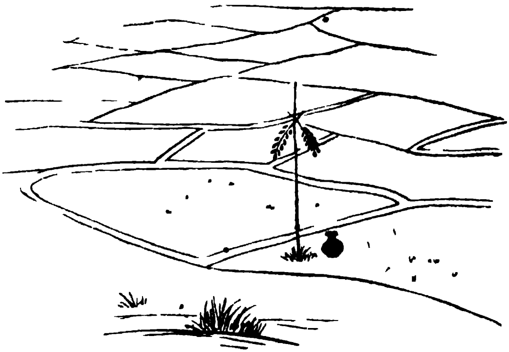


মাঘিপরবের নাচের ছবি।

'বাবোঙা' নামে ওদের অপর উৎসবটি বসন্ত-উৎসব। যে সময় শালগাছের ফুল ফোটে সেই সময় এই উৎসব হয়। হো-ভাষায় ফুলকে 'বা' বলে। এই ফুলের গন্ধে খুসী হ'য়ে উঠে ওরা নাচ-গান ভোজ আরম্ভ করে' দেয়। ছেলেমেয়েরা সে সময় ফুল তুলে মালা গেঁথে ঘর সাজানোর আয়োজনে ব্যস্ত হ'য়ে উঠে! উৎসবের আর একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে--মুরগী বলি।

তৃতীয় উৎসবটি হয় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে। এটি ক্ষেতের কল্যাণের জন্যে। এর নাম 'দামুরাই'। এটা প্রায়ই ওদের পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মার উদ্দেশে হয়। একটি মুরগী, একটি পাঁঠা ভোগ দিতে হয়; তা না হ'লে পূর্ব্ব-পুরুষের প্রেতাত্মা ফসলের বীজ নষ্ট করে' দেন, এই তাদের বিশ্বাস।

চতুর্থটির নাম 'হোরোবোঙা।' এটি আষাঢ় মাসে সম্পন্ন হয়। এসময় বাড়ীর কর্ত্তা একটা 'বেলওয়া' গাছের ডাল ক্ষেতে

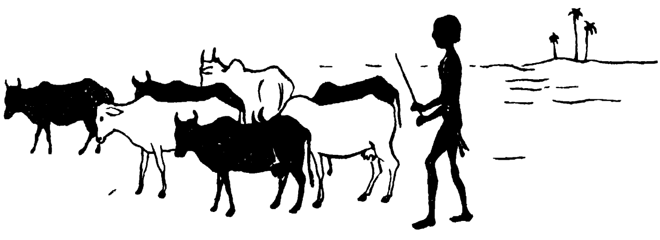


হো-রা বোঙা পূজোর জন্য বেলওয়া গাছের ডাল বাঁশের আগায় বেঁধে ক্ষেতের মধ্যে পুঁতেছে।

পুঁতে দিয়ে আসেন, আর পুরুতেরা সেখানে একটি পাঁঠা, এক হাঁড়ি (ডিয়ং) মদ আর এক মুঠো চাল উৎসর্গ করে' আসে।

এর পরে আবার 'তৌলিবোঙার' পূজো। শ্রাবণে যখন খুব বৃষ্টি পড়ে তখন প্রত্যেক চাষী মুরগী বলি দেয় আর একটি বেলওয়া গাছের ডাল নিয়ে তাতে মন্ত্র পড়ে। তার পরে একটা বাঁশের আগায় সেটি বেঁধে ক্ষেতের মধ্যে পুঁতে রেখে আসে। তা না হ'লে ধান ভাল হয় না, এদের তাই বিশ্বাস।

ভাদ্রমাসের শেষে যখন আউশ (গোড়া) ধান পাকে তখন ওদের প্রথম ফসল 'সিঙ্‌বোঙাকে' দিতে হয়। এই উৎসবটির আগে ওরা নূতন চাল খায় না। আমাদের যেমন নবান্ন, ওদের এ উৎসবটিও তেমনি। উৎসবের সময় একটি সাদা মুরগী 'ওরমা' দেবকে নিবেদন ক'রে, তাঁর নাম স্মরণ করে। এই অনুষ্ঠানকে 'জুমনামা' বলে। দেবতাকে না ধন্যবাদ দিয়ে নূতন ধান খাওয়া তারা মহা অধর্ম্ম মনে করে। তার পর শেষ উৎসবটির নাম 'কলমাবোঙা'। এটি ধান মাড়ানোর জায়গা অর্থাৎ খামার থেকে ধান তোলার উপলক্ষে হয়। অপর সব পূজোর মত এতেও মুরগী বলি আছে।



গরু চরাচ্ছে।

হো রা শূকর, গরু, ছাগল, আর মোষ পোষে। এরা গরু, পাঁঠা, মুরগী খায় কিন্তু মুণ্ডাদের মত শূকর, সাপ খায় না। অনেক সময় গাছের কাঁচাপাতা এদের এখনও খেতে দেখা যায়। ওরা অপরের হাতে রাঁধা কিছু খায় না। এমন কি রাঁধা খাবারের উপর অপর জাতের ছায়া পড়লে সে রান্না

ফেলে দেয়। আমাদের ব্রাহ্মণদের হাতেও তারা খায় না, কেমনা, ওরা ব্রাহ্মণদের চেয়ে নিজেদের বড় জাত ব'লে মনে করে।

এদের আচার বিচার ভারি মজার। নাম-করণ করবার সময় সাধারণতঃ ঠাকুরদাদার নামেই ছেলের নাম রাখে। তবে তারও একটা পরীক্ষা আছে। ছেলের বাপ মা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন এক জায়গায় ব'সে একটি পাত্রে জল রাখে, আর তাতে একে একে ধান ফেলে, যদি ধান ভাসে, তবেই ঠাকুরদাদাব নামে ছেলের নাম-করণ হয়। তা না হ'লে যে বারে ছেলেটি হয়েছে সেই বারেরই নামে নাম রাখে। যেমন, সোমবারে জন্মালে "সোমা", বৃহস্পতিবারে জন্মালে "বিরসা"। এই রকম বা অন্য একটা কিছু নাম দেয়। এই উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনকে ছেলের বাপ মা ভোজ খাওয়ান। নাচ-গানও হয়।


মা ও ছেলে।

এরা যেমন দেবদেবী মানে তেমনি আবার দুষ্ট-আত্মা ডাইন প্রভৃতিও মানে। নিজেদের বা গরু বাছুরের কোন অসুখ বিসুখ হলেই ডাইন ধরবার ওঝা (সোখার) কাছে যায়। শেষে পাড়ার কোন লোক ডাইন ব'লে সাব্যস্ত হ'লে তার আর লাঞ্ছনার শেষ থাকে না। আগে ওরা

তাকে একেবারেই মেরে ফেল্‌ত। ইংরাজের শাসনে সেটা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

'হো-রা' আবার নানা শুভ অশুভ লক্ষণ মানে। পথে একপাল হনুমান দেখলে গরুবাছুর বৃদ্ধি, রাস্তার মাঝে বিনা কারণে একটা গাছের ডাল ভাঙা পড়ে' থাক্‌তে দেখ্‌লে, হয় শ্বশুর বাড়ীর, নয়ত নিজের পরিবারের মধ্যে কোনো আত্মীয়ের অমঙ্গল হয় ব'লে স্থির করে। গুব্‌রে পোকাকে যদি পথের মাঝে একটা অসম্ভব রকমের বড় গোবরের তাল পাকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে, তবে যে সেটা দেখে সে গরীব হ'য়ে যায়। এই রকমই তাদের বিশ্বাস।

এদের মৃত সৎকার মহা সমারোহে হয়ে থাকে। কোন লোকের মৃত্যু হ'লে তাকে প্রথমে চান করায়, পরে একটা বাক্সে পূরে তাতে তার কোদাল, সাবল, ধনুক, রেখে সব সুদ্ধ দাহ করে। পরে সেই ছাই একটা মাটির হাঁড়িতে রেখে মহা ধূমধামে ওদের শ্মশানে (শশান দিরিতে) নিয়ে যায়। তার পরে সেই হাঁড়িটাকে একটা প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে চাপা দেয়। কেউ কেউ ঐ পাথর গুলোকে থামের মত খাড়া ক'রে বসায়। এই সময় তারা খুব জোরে মাদল বাজায়।



শশান দিরি।

# গাছ আর উলুঘাসের জন্ম

এক সময় এক গাঁয়ে একঘর হো-মুণ্ডা থাক্‌ত।

এখন একদিন সেই হো-দের বাড়ীর বৌয়েরা ঘরের উঠোনে কুলোয় ক'রে ধান শুখোতে দিয়ে তাদের ছোট্ট দেওরটিকে পাহারা দিতে বলেছিল। ছেলেমানুষ, সে ধান পাহারা দেবে কি, লাট্টু ঘোরানোতে মেতে গেল! এদিকে সব ধানক'টা তাদেরই পোষা মুরগী আর শূয়োর এসে কখন যে খেয়ে গেল, তা সে টেরও পেলে না!



লাট্টু ঘোরাতে মেতে গেল।

তার পর আর কি? যা' ভয় করা তাই!

বৌদিদিরা তো রেগে জ্বলে' অস্থির! এই মারে ত এই বকে! যাক্‌, শেষে তার সাজা হ'ল খাওয়া বন্ধ।

ছেলেটার কপালে যে খালি এই দুঃখটুকুই ছিল তা নয়—আরো অনেক দুঃখই তাকে এই রকম অন্যমনস্ক থাকার জন্যে পেতে হয়েছিল।

শেষকালে সে বেচারা বৌদিদিদের অত্যাচার আর সহ্য করতে পারলে না। সে লুকিয়ে বাড়ী ছেড়ে যেদিকে দু-চোখ যায় পিট্টান দিলে।

এদিকে দাদারা কিন্তু তাকে খুব ভালবাসত। ছোট ভাইটি হঠাৎ অভিমান করে' কোথায় গেল, সেই খোঁজে তারা এ-গাঁ, সে-গাঁ ক'রে বেড়াতে লাগ্‌ল ; কিন্তু কোথাও তার দেখা নেই ! মহা ভাবনায় পড়ল তারা !

ছেলেটা এদিকে বনে বনে ঘুরে' শেষে একটা শুকনো ডোবার গর্ত্তের মধ্যে নেবে মনের দুঃখে গান ধরলে :—

"নিদিঙ্‌বেন্ নিদিঙ্‌বেন্ নাগনেরা কিং।
নিদিঙ্‌বেন্ নিদিঙ্‌বেন্ বিন্দিনেরা কিং ॥
নিলিনেরা চেন্তা নেকা চেন্তা।
গাঁওই নেরা নিসিকা নেকা নিসিকা ॥"

মানে ;—হে নাগ, হে নাগিনি! আমাকে তোমরা নাও। হে বিন্দি, হে বিন্দিনি! আমাকে তোমরা নাও। আমার বৌদিদিরা আমাকে বেজায় কষ্ট দিয়েছে।

যেই সে গানটা গাওয়া আর অমনি কোথা থেকে যেন মন্তরের জোরে সেই শুকনো ডোবা টলটল ক'রে জলে ভ'রে উঠল। প্রথমে ছেলেটির একহাঁটু জল ভরল, তার পর এক

কোমর— শেষে একগলা, এমনি ক'রে বেচারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে জলের মধ্যে তলিয়ে গেল। জেগে রইল কেবল তার দুহাতের দশটি আঙুল আর মাথার খোঁচা খোঁচা চুল ক'গাছা!

এমন সময় তার ভায়েরা খোঁজ করতে করতে সেখানে হতাশভাবে এসে দেখে যে, তাদের ছোট্ট ভাইটি জলে একেবারে ডুবে গেছে, আর ত কেবল ক'গাছা চুল আর আঙুল জলের উপর জেগে আছে।



অগত্যা মনের দুঃখে আর কি করে? তারা সেই আঙুল আর চুল ক'গাছা টেনে ছিঁড়ে নিয়ে বাড়ী চল্‌লো। বাড়ীতে গিয়ে ঘরের পাশেই মাটিতে সেগুলো পুঁতে রাখ্‌লে।

তার পর হ'ল কি? দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ তারা দেখ্‌লে যে, ঐ ভায়ের আঙুলগুলো থেকে চমৎকার বড় বড় ফুল ফল সমেত গাছ, আর চুল থেকে লম্বা লম্বা উলুঘাস, শুকনো পোড়ো জমীটাতে ছেয়ে রয়েচে! সেই হ'ল আদ্যিকালের গাছের আর ঘাসের প্রথম জন্ম।

# জল-ঢোঁড়া সাপের জন্ম

এক গাঁয়ে একটি মেয়ে থাক্‌ত। সে রোজ রোজ অজগর বনের মধ্যে থেকে শুক্‌নো জ্বালানি কাঠ আর পাতা আন্‌তে যেত।

একদিন বনের মধ্যে কাঠ পাতা কুড়ুচ্চে—কুড়ুতে কুড়ুতে হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে একটা গাছের তলায় ঝোপের মধ্যে দুটো বেশ বড় বড় কিসের ডিম রয়েচে। সে ময়ূরের ডিম মনে ক'রে ভারি খুসি হ'য়ে ডিম দুটি বাড়ী নিয়ে গেল, আর লুকিয়ে একটা ঝুড়ির ভিতর ক'রে রেখে দিলে।

দু'একদিন কেটে গেল। তারও অত আর ডিমের কথা মনে নেই। এখন হ'য়েচে কি, তার ছোট ভাইটি ঝুড়ির ভিতর তার ডিম দুটির কি ক'রে সন্ধান পেয়েচে। তার বোন যেমন রোজ যায় তেমনি জঙ্গলে কাঠ কাট্‌তে গেছে—ইতিমধ্যে তার ভাইটি দিব্যি ক'রে ডিম দুটি ভেঙে খেয়ে ব'সে আছে।

মেয়েটি সন্ধ্যের সময় বন থেকে কাঠ কুটো মাথায় ক'রে বাড়ী এল। তার হঠাৎ তখন ডিম দুটোর কথা মনে প'ড়ে গেল। তাড়াতাড়ি তার ডিমের ঝুড়ি পেড়ে দ্যাখে—ডিম নেই। ভারি মুস্কিল ত?—কি হ'ল! দেখ্‌ দেখ্‌, খোঁজ, খোঁজ,—কারো

কাছে কোথাও আর ডিম দুটো না পেয়ে ভারি বিরক্ত হ'য়ে পড়ল। এমন সময় তার ছোট ভাই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে "দিদি, আমি সে দুটো খেয়ে ফেলেচি।"

সে ত শুনে ভারি ভয় পেয়ে গেল, বল্লে "করেচিস কি? ও দুটো আমি যে জঙ্গল থেকে ময়ূরের ডিম মনে ক'রে কুড়িয়ে এনেছিলুম; এই যাঃ গোঁয়ারতুমি ক'রে খেয়ে ব'সে রইলি? সেগুলো কিসের ডিম তার ঠিক কি?"

তার পর, আরো দিন দুই ত কেটে গেল। ছেলেটার তার পর থেকে হঠাৎ শরীরটা কেমন কেমন করতে লাগ্‌ল—তার ক্রমেই মনে হ'তে লাগ্‌ল যে সে নিজে একটু একটু ক'রে বুঝি সাপ হ'য়ে পড়চে! চুপি চুপি তার বোনকে সে-কথা জানিয়ে বল্লে, "আর আমায় নিয়ে তোদের কি হ'বে, আমায় একটা ঝুড়িতে পূরে বনের মধ্যে রেখে আয়!"

তার বোন বেচারী আর কি করে, মনের দুঃখে তাকে একটা ডালা দেওয়া বাঁশের ঝুড়িতে বন্ধ ক'রে গভীর বনের ভিতর রাখ্‌তে গেল।

তাকে যখন বনের এক জায়গায় রাখ্‌লে, তখন ঝুড়ির ভিতর থেকে তার ভাই বল্‌তে লাগ্‌ল, "আমি ত এখন একেবারে সাপ হ'য়ে গেছি, তুমি দিদি আমায় এখানে রেখে কোথাও দূরে গিয়ে লুকিয়ে দাঁড়াও। পাহাড়ী সাপেরা তোমাকে দেখ্‌লে তুমি বিপদে পড়বে। আমি এবার থেকে ওদের সঙ্গেই পাহাড়ী সাপ হ'য়ে রইলুম।"

তার ভাইয়ের কথামত সে একটু দূরে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। এমন সময় ঝুড়ির ভিতর থেকে তার ভাই গান ধরলে,—

"নাইংদো, নাইংদো, বুরুবিং কিং নোড়াতিং
নাইংদো, নাইংদো, সাংস্থকিং নিদিং তানা।"

মানে,—"আমি এখন পাহাড়ী সাপের বাড়ী যাচ্চি, সাপ দুটো আমায় তাদের ওখানে নিয়ে যাচ্চে।"

যেই সেই গান শেষ হ'ল আর অমনি পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফাটল থেকে দুটো মিশমিশে কালো প্রকাণ্ড সাপ বেরিয়ে এসে তার লকলকে জিভ দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে' ঝুড়িটার উপর ছোব্‌লাতে লাগ্‌ল। কিন্তু তাতে ঝুড়ির ডালা কিছুতেই খুল্‌লো না। লাভের মধ্যে বেচারী সাপেদের মুখ কেটে কুটে রক্তারক্তি হ'তে লাগ্‌ল। তারা শেষে আবার তাদের ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তখন, আবার তার বোনকে ডেকে ছেলেটা তাকে কোনো ঝরণার বা ডোবার জলে রেখে আস্‌তে বল্লে। তার কথা মত বোন্ তাকে নিয়ে ডোবার সন্ধানে চল্ল। অনেক খোঁজ ক'রে একটা ডোবা পেলে—তাকে ঝুড়ি সুদ্ধ তার মধ্যে রেখে দিলে। তার ভাই তখন বল্লে, "দিদি, আমি ত এখানেই রইলুম জলের সাপ (দা' দুন্দুবিং) হ'য়ে—তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে এখানে এসে মাছ ধোরো। কিন্তু দেখো সাবধান ক'রে দিচ্চি, বেশী জলে কখনও



দুটো মিশ্‌মিশে কালো প্রকাণ্ড সাপ বেরিয়ে এসে
ঝুড়িটার উপর ছোব্‌লাতে লাগ্‌লো। ২২ পৃঃ

নেব না—যারা না জেনে একেবারে বেশী জলে নেবে মাছ ধরতে যাবে তারাই সাপের ছোবলে মরবে।”

সেই রকমে প্রথম জল-ঢোঁড়ার (দা' ডুন্দুবিং এর) সৃষ্টি হ'ল। —এর আগে ডাঙার সাপ ছিল—কিন্তু জলের কোন সাপ ছিল না।



# হরিণ মা

এক সময় একটি ছোট ছেলেকে একটা সুসম (সামর) হরিণ ঠিক নিজের পেটের ছেলের মতন ক'রে মানুষ করেছিল। এত ভালবাস্‌ত যে, সে যখন নিজে জঙ্গলে চরতে যেত—ছেলেটিকেও পিঠে চড়িযে নিয়ে বেড়াত। এক দণ্ডের তরে তাকে চোখের আড়াল করত না।

এমনি রোজই বনে নিয়ে যায়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছেলেটি বেশ জোয়ান হ'য়ে উঠ্‌ল, সে'ও তার হরিণ-মাকে খুবই ভালবাসতে লাগ্‌ল।

একদিন হরিণ তার পোষা ছেলেকে নিয়ে জঙ্গলে এক জায়গায় চরতে গেছে—আর ঠিক্ সেইখানে কাছের গাঁ থেকে কতকগুলি মেয়েও জঙ্গলে শালপাতা, শুকনো কাঠ, ফল-মূল জোগাড় কর্‌তে এসেচে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে সেই জোয়ান ছেলেটিকে হঠাৎ হরিণের পিঠে দেখ্‌তে পেলে। সে ছোকরার রূপে এত মোহিত হ'য়ে পড়ল্ যে, সেদিন তার আর পাতা কুড়োনো ঘুচে গেল—হাঁ ক'রে সেই সুন্দর যুবার দিকেই চেয়ে রইল। তার পর যখন হরিণ ছুটতে লাগ্‌ল তখন ছোকরার সুন্দর কাল কাল লম্বা লম্বা চুল বাতাসে উড়তে লাগ্‌ল—সে তাতে আরো মুগ্ধ হ'ল; সেদিন খালি ঝুড়ি নিয়েই সে বাড়ী ফিরল।

হো-দের গল্প—

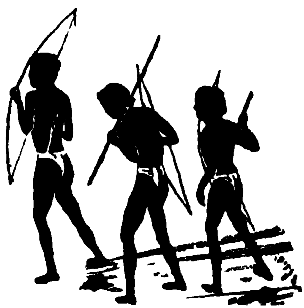


ছেলেটিকে পিঠে চড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। ২৪ পৃঃ

বাড়ী ফিরে এসে মেয়েটির যেন ঘরে আর মন টেঁকে না—খাওয়া দাওয়া সব ছেড়ে দিলে—বাড়ীর কোন কাজে তার মন নেই। যত দিন যায় তার শরীরও না খেয়ে খেয়ে দিন দিন ভাবনায় শুকিয়ে যেতে লাগ্‌ল! শেষে ওর বাপ মা ওর অবস্থা দেখে তাকে অসুখের কারণ কি জিজ্ঞাসা করলেন। সে বল্লে, "যত দিন তোমরা সেই সুসম হরিণের পিঠে চড়া যুবাটিকে এনে আমার সঙ্গে বিয়ে না দিচ্চ, ততদিন আমি কিছু মুখে দেব না।

তাদের ত মহা ভাবনা হ'ল। মেয়েটির ছিল সাত ভাই। তারা বোনের কষ্ট দেখে থাক্‌তে না পেরে বল্লে, "আমরা তোর বরকে খুঁজে আন্‌বই, ভয় কি? কাঁদিস্ নে।" ব'লে ত, তক্ষুণি তীর-ধনুক নিয়ে সেই অদ্ভুত যুবকের সন্ধানে তারা বেরিয়ে পড়ল।

তারা সাত ভায়ে সমস্ত বন পাহাড় রাস্তা ( ডহর ) জঙ্গল তোলপাড় ক'রে দিলে—খোঁজবার আর কিছুই বাকি রাখ্‌লে না। অবশেষে এমনি ক'রে অনেক খোঁজার পর একদিন সুসমের পিঠে চড়া লোকটিকে গভীর বনের মধ্যে এক জায়গায় তারা দেখ্‌তে



পেলে। কিন্তু দেখ্‌তে পেলে কি হবে? তাকে ধরে কার সাধ্য!

সাত ভাই ক্রমাগত আটদিন ধ'রে সুসমের পিছনে পিছনে ছুট্‌ল কিন্তু কিছুতেই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পার্‌লে না।



আটদিন কেটে গেলে পর সুসমের পিঠের লোকটি তার হরিণ-মাকে বল্লে, "মা, তুমি তো আমায় ওদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ক্রমাগত আট-দিন জলটুকু পর্য্যন্ত ছুঁলে না—আমায় নিয়ে কেবলই তোমায় ছুট্‌তে হচ্চে, আর ওরাও এখনও পর্য্যন্ত তোমার পিছু ছাড়চে না। তার চেয়ে আমাকে পেলেই যদি ওরা খুসি হয় তো আমাকে ছেড়ে দাও না?" সুসম কিছুতেই সহজে রাজি হ'ল না। শেষে অনেক কষ্টে সে তার হরিণ মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে রাজি করতে পার্‌লে। রাজি হ'য়ে সুসম তাকে সেইখানেই এক জায়গায় তার পিঠ থেকে নাবিয়ে রেখে গভীর বনে লুকিয়ে পড়ল।

সাত ভাই মিলে খুব আনন্দে ধূমধাম ক'রে তাদের ভাবী-ভগ্নীপতিকে বাড়ী নিয়ে গেল। খুব ভাল ক'রে তাকে তেল-জল দিয়ে ধুয়ে পুঁছে পরিষ্কার ক'রে চিরুণী দিয়ে তার লম্বা লম্বা চুলগুলো আঁচ্‌ড়ে বেঁধে দিলে। তার জীবনে মাথায় এই সবে-মাত্র চিরুণী পড়ল। তাকে সাজগোজ করাতে তার চেহারা

আরো যেন বেশী ভাল দেখ্‌তে হ'ল। তার পর, খুব ধূমধামে নাচ-বাজনা ক'রে বিয়ে তো হ'য়ে গেল।

কিছুদিন যায়; একদিন স্থসমের পোষা ছেলে তার সাত সম্বন্ধীকে ডেকে বল্লে, "দেখ, আমার হরিণ-মাকে কেটে গ্রামের সকলকে নেমন্তন্ন ক'বে খাওয়ালে হয় না?" তারা তাতে তো ভারি খুসি। সাত সম্বন্ধী আর সে নিজে শিকার করতে তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বনের মধ্যে খোঁজ ক'রে অনেক কষ্টে স্থসমটিকে বার করলে। তার সাত সম্বন্ধী ছিল খুব বিখ্যাত তীরন্দাজ! তারা সাত জনেই একসঙ্গে হরিণটাকে লক্ষ্য ক'রে তীর ছুড়লো, কিন্তু এমনি ব্যাপার হ'ল, তীর তার গায়ে একটিও লাগ্‌ল না। তখন স্থসম সাহস ক'রে তার পোষা ছেলের কাছে নিজেই এল —এসে বল্লে, "তুমি আমায় অনেক যন্ত্রণা দিলে, আমায় মেরেই যদি তোমার সাধ মেটে তবে তুমি নিজের হাতেই আমায় মেরে ফেল। আমার শেষ একটিমাত্র নিবেদন আছে। সেটি এই যে, আমার হাড়গুলো যেখানে পোঁতা হ'বে সে জায়গাটা সাত দিন পরে তুমি একবার গিয়ে দেখো, সেখানে একটা কিছু দেখ্‌তে পাবে।"

কথা শেষ হ'তেই হরিণের পোষা ছেলে তাকে তক্ষুণি এক তীরেই শেষ ক'রে ফেল্লে। সেদিন গ্রামে খুব মস্ত ভোজ লেগে গেল! বাড়ীর লোক, গাঁয়ের লোক, প্রকাণ্ড স্থসমটির মাংস খুব পেট ভরে' খেলে—খেলে না শুধু স্থসমের ছেলে, তাদের

জামাই। সে তার মায়ের হাড়গুলো কিছু দূরে একটা উইয়ের ঢিবির মধ্যে পুঁতে রেখে এল।

তারপর, সাতদিনের দিন সে তার মায়ের কথা মত সেখানে গিয়ে ঢিবির উপর দু পাশে দুই পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে



লাগ্‌ল কি হয়! দেখ্‌তে দেখতে ঠিক্ সেই ঢিবির মাঝখানটা ফাট্‌তে আরম্ভ হ'ল—তারপর একেবারে দুফাঁক হ'য়ে তার মধ্যে থেকে সুসমের পিঠটা দেখা গেল, ক্রমে ক্রমে শেষে তার সবটাই বেরিয়ে পড়ল।

শেষে দেখ্‌লে, সে তার হরিণমার পিঠে আগেকার মত দিব্যি ব'সে পড়েচে! সেখান থেকে সুসম এক দৌড়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বনের ভিতর তাকে কোথায় লুকিয়ে ফেল্লে! তার সাত সম্বন্ধী বা আর কেউ কিছুতেই তাকে খুঁজে বার করতে পারলে না।

# শেয়াল আর কুমীর

এক সময় এক জায়গায় এক শেয়াল থাক্‌ত। সে রোজ রোজ একটা নদী পেরিয়ে পাকা পাকা বটফল খেতে যেত। গাছটা নদীর অপর পারে অনেকটা দূরে ছিল।

বর্ষাকাল এসে পড়ল, নদীও জলে ভরে' গেল। শেয়ালের হ'ল মুস্কিল। কি করে ওপারে গিয়ে বটফল খাবে? এবার তো নদী পার হ'য়ে তার ফল খাওয়া চলবে না। মনের দুঃখে সে নদীর পাড়ে টহল দিতে লাগ্‌ল; আর নানা মতলব আঁটতে লাগ্‌ল।

সেখানে নদীর ভিতর ছিল এক কুমীর। সে শেয়ালের ভাব-গতিক দেখে জল থেকে মুখটি বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হে শেয়াল ভায়া! তোমার হ'ল কি? তোমার অত ভাবনা কিসের? এ গরীবের দ্বারা যদি কোন উপকার হবার সম্ভাবনা থাকে ত বল না? তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই করব।"

ধূর্ত্ত শেয়ালের মাথায় তক্ষুণি এক দুষ্টুমি বুদ্ধি এসে গেল—সে কুমীরকে বিনিয়ে বিনিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "কুমীর দাদা! সে আর বল্‌ব কি—বেজায় বিপদ! আমায় পাড়ার মানুষেরা এক মস্ত কাজ দিয়েচে—তাদের শ্মশানদিরির জন্যে একটা প্রকাণ্ড পাথর চাই, তাই তারা আমায় ওপার থেকে আন্‌বার জন্যে ফর-

মাস করেছে, কিন্তু নদীর যেমন ভাব গতিক তাতে তো ওপারে যাবারই কোন উপায় দেখ্‌ছি না, তা' পাথর আন্‌ব কি ক'রে বল? কিন্তু কাজটা কর্ত্তে পারলে বেশ দুপয়সা লাভ ছিল হে! গাঁয়ের লোকগুলো আমায় বলেচে—পাথর তাদের বড়ই দরকার, এনে দিতে পারলে তারা কতকগুলো বেশ মোটা সোটা দেখে পাঁঠা আমাকে বখশিশ দেবে। অবিশ্যি এ কাজটার জন্যে যদি কেউ কিছু সাহায্য ক'রে তবে সেও পাঁঠার ভাগ পাবে।"

পেটুক কুমারের পাঁঠার নাম শুনেই জিভ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। সে তক্ষুণি শেয়ালকে নিজের পিঠে চড়িয়ে নদী পার করে দিতে রাজি হ'য়ে গেল।

শেয়াল দিব্যি ক'রে তার পিঠে চড়ে ত নদী পের'ল। পেরিয়ে বটফল কুড়োচ্চে আর খাচ্চে—কুড়োচ্চে আর খাচ্চে। যখন খুব পেটটা ভ'রে ঢেঁকি হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন গাছের ছায়ায় শুয়ে এক ঘুম দিয়ে সন্ধ্যের সময় আবার নদীর ধারে গিয়ে হাজির হ'ল। কান্নার সুরে দুঃখের ভাণ ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে কুমারকে বল্লে, "ভাই, আর তোমায় বল্‌ব কি! খাসা একটা পাথর পেয়েছিলুম! কিন্তু কি বল্‌ব—আমাদের অদৃষ্ট খারাপ! সেটাকে গাড়ীতে তো অতি কষ্টে তুল্‌লুম, তারপর ওমা! গাড়ীটা নদীর দিকে দুপা যেতে না যেতেই চাকার ধুরো গেল ভেঙে। আর কি এত বেলায় পাথর গাড়ীতে ওঠাতে পারি, না গাড়ী মেরামত করতে পারি? আমার সমস্ত দিনের খাটুনি সব মাটি হ'য়ে গেল!" ব'লে শেয়াল হুক্কাহুয়া ক'রে কাঁদতে লাগ্‌ল। মোটা



শেয়াল দিব্যি ক'রে তার পিঠে চড়ে' ত নদী পেরুল। ৩০ পৃঃ

বুদ্ধি কুমীর গল্পটা দিব্যি বিশ্বাস ক'রে শেয়ালকে পিঠে ক'রে ওপারে পৌঁছে দিলে।

পরদিন শেয়াল আবার কুমীরের পিঠে চ'ড়ে ওপারে গিয়ে বটফল খেতে গেল। যাবার সময় সে কুমীরকে ব'লে গেল, "ত্থাখ কুমীরদা! আজ গাড়ীটা মেরামত করতে হ'বে, তার পর সেই প্রকাণ্ড পাথরটা আবার তুলতে হ'বে। দেরী হ'লে তুমি কিছু মনে কোরো না।"

তার পর পারে গিয়ে বেশ পাকা পাকা বটফল খেয়ে পেট বোঝাই করলে। সমস্ত দিনটা সেখানেই আরামে ঘুমিয়ে কাটালে। শেষে যখন রাখালদের গরু নিয়ে মাঠ থেকে ফেরবার সময় হ'ল, তখন সেও নদীর ধারে ফিরল।

এবারও কুমীরের কাছে পাথর আনার খুব লম্বা চওড়া গল্প জুড়ে দিলে। সে কেমন ক'রে সমস্ত দিন হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে গাড়ীটা মেরামত ক'রে পাথরটা চড়ালে, কি ক'রে আবার গাড়ীটা প'ড়ে গিয়ে সবশুদ্ধ চুরমার হ'য়ে গেল, এমনি অনেক কথা বললে। কুমীর এবারও তার কথা বিশ্বাস ক'রে নিলে। তাকে পিঠে চড়িয়ে পারও ক'রে দিলে।

দিনকতক এমনি ক'রে বানিয়ে বানিয়ে গাড়ী আর পাথরের গল্প ব'লে কুমীরকে ভুলিয়ে শেয়াল আপনার নদী পেরিয়ে বটফল খাওয়ার কাজ চালাতে লাগল।

কিন্তু এমন ক'রে আর কতদিন চালান যায়? কুমীরকে হাতে হাতে একটা কিছু প্রমাণ না দিলে আর ভাল দেখায়

না। তাই একদিন একটা পাতার ঠোঙায় কতকগুলো সাদা সাদা চর্ব্বির মত দেখ্‌তে, নুড়ি এনে নদীর ধারে কিছু দূরে এক জায়গায় রেখে কুমারকে বল্লে "দাদা, ঐ দেখ, তোমার জন্যে কেমন পাঁঠার চর্ব্বি এনেচি।" কুমীর চর্ব্বি দেখে খুব খুসী। শেয়াল কাঠকুটো দিয়ে আগুন ক'রে নুড়িগুলোকে ভাজ্‌তে লাগ্‌ল। সেগুলো যখন খুব গরম হ'য়ে উঠেচে তখন কুমারকে খেতে ডাক্‌লে। আর বল্লে "দাদা, এবার মুখটি হাঁ কর, গরম গরম চর্ব্বি তোমার মুখে ঢেলে দি।" লোভী কুমীর মুখ যতটা পারলে হাঁ করলে, আর শেয়াল সেই তপ্ত নুড়িগুলো মুখের ভিতর ঢেলে দিলে। সেগুলো একেবারে কুমীরের পেটের মধ্যে গিয়া পড়ল। কুমীর যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে তাড়াতাড়ি ঝুপ ক'রে জলে ঝাঁপ দিলে। সে যাত্রায় কোনগতিকে তার প্রাণটা বেঁচে গেল।"

কিন্তু এবার এতদিনে সে শেয়ালের দুষ্টুমি বুঝ্‌তে পারলে। সেই থেকে সে শেয়ালের উপর এমন চটে রইল যে, তাকে কোনগতিকে বাগে পেলে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেই না— মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে।

তার পর অনেকদিন কেটে গেল, শেয়াল আর বড় কুমীরের দিকে ঘেঁসে না। একদিন শেয়ালের বেজায় তেষ্টা পেয়েচে। কোথাও আর জল খেতে যাবে, তাই নদীতেই গেল জল খেতে। দৈবাৎ কুমীরও সেই সময় ওকে দেখ্‌তে পেলে। সে আস্তে আস্তে দূর থেকে শেয়ালকে দেখে নিশানা ক'রে এক ডুব

হো-দের গল্প—



কুমীরটা খড়ের গাদার নিচে থেকে.. বল্‌তে লাগ্‌ল সেই বজ্জাৎ শেয়ালটাকে ধর্‌তে বেরিয়েছি। ৩৩ পৃঃ

দিলে। কুমীরদের ধরণ ধারণ শেয়াল বেশ জান্‌ত। সে জান্‌ত, এক জায়গায় অনেকক্ষণ থাক্‌লে কুমারেরা দূর থেকে লক্ষ্য ক'রে ডুব দিয়ে ঠিক সেই জায়গায় এসে ধরে। তাই সে জল খাবার সময় এক জায়গায় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে না থেকে সরে' সরে' যাচ্ছিল। কুমীরটা যে জায়গা লক্ষ্য ক'রে ডুব দিয়েছিল ঠিক্ সেই জায়গায় 'ভূস' ক'রে ভেসে উঠ্‌ল; কিন্তু শেয়ালকে সেখানে পেলে না—শেয়াল তার আগেই অন্য জায়গায় সরে' গেছে। কুমীর সে জায়গায় একটা গাছের শিকড় পেয়ে সেইটাকেই শেয়ালের ল্যাজ মনে ক'রে কামড়ে ধরলে। তার পর দেখ্‌লে ঠকে' গেছে। ঠকে' তার রাগ আরো বেশী বেড়ে উঠ্‌ল। তার পর থেকে সে রীতিমত শেয়ালের সন্ধানে রইল।

একদিন কুমীর দেখে, নদীর কাছেই চাষীদের ধানের খামারে খড় গাদা করা আছে। কুমার শেয়ালকে ধরবার জন্যে সেই গাদার ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে রইল। এই সময় শেয়ালও কোথা থেকে একটা ছাগলের গলার কাঠের ঘণ্টা ( টুট্‌কি ) নিজের গলায় বেঁধে সেই খড়ের গাদার উপরে চড়ে' নাচ্‌তে লাগ্‌ল। কুমীরটা খড়ের গাদার নীচে থেকে ঘণ্টার আওয়াজ পে'য়ে তাকে ছাগল মনে ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল :—"ওরে ছাগলা, আজ তুই প্রাণ ভরে' নেচে নে, তোকে আমি চাচ্ছিনারে, আজ সেই বজ্জাৎ শেয়ালটাকে ধরতে বেরিয়েচি। ব্যাপারটা বুঝ্‌তে শেয়ালের এতটুকু দেরী হ'ল না। সে আর কোন কথাটি না

ব'লে তক্ষুণি সেই খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে পিট্‌টান্‌ দিলে।

কুমীরের শেষে পিঠ জ্বলে' ফোস্‌কা পড়ে' একাকার। সে বেচারার প্রাণ যায় যায়! জ্বলন্ত খড় পিঠে নিয়ে সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীতে পড়ে' তাব প্রাণটা বাঁচ্‌ল বটে, কিন্তু এই অদ্ভুত ঘটনাব পর থেকেই কুমীব মাত্রেরই পিঠে এবড়ো খেবড়ো পোড়া দাগেব মত হ'যে গেল। সে দাগ কোন কালে ঘুচ্‌ল না।

# বুনো মোষ পোষ মানা

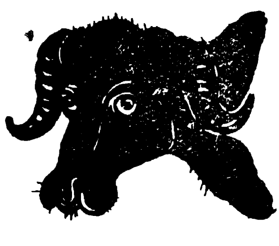
এক সময় একটি খুব গরীব বিধবা এক গ্রামে থাকত। তার একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি রাখালের কাজ করত, পাড়ার লোকের গরু ছাগল চরাত, তাতেই যা' কিছু পেত, কোনগতিকে তাদের অতি কষ্টে দিন কাটত।

এমন ক'রে ত দিন যায়,—একদিন রাখাল তার মাকে বল্লে, "মা, দেখ সকলেরই জায়গাজমী আছে আর গরু বলদ দিয়ে জমী চষে, আমাদের না আছে জমী, না আছে গরু বলদ। আমি বলি এক কাজ করলে হয় না? একটা কাঠের ছোট খাট লাঙ্গল তৈরী ক'রে গাঁয়ের লোকদের যে-সব ছাগল চরাই তাদের জুতে চাষ করলে হয় না?" মায়ের মত পেয়ে খুসি হ'য়ে সে কোনগতিকে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে সেই কাঠের একটা ছোট লাঙ্গল তৈরী ক'রে দুটো বেশ বড় বড় দেখে ছাগল বেছে নিয়ে, গ্রাম থেকে অনেক দূরে বনের ধারে একটা পতিত জায়গা খুঁজে বার করলে—যার কোন মালিক নেই; আর সেই জায়গায় লাঙ্গল দিতে লেগে গেল।

এই রকম ক'রে ত লাঙ্গল দিয়ে জমীটাকে ফসল বোন্‌বার মত ক'রে সে বেশ তৈরী ক'রে তুল্লে। এখন তার আর এক মুস্কিল উপস্থিত!—বীজ পায় কোথায়? কি করে? তখন, গাঁয়ের চাষীরা ধান ঝাড়া হ'লে তুষ (পেটেগ-বাবা) গুলো ফেলে দিয়েছিল, সেইগুলো সে কুড়িয়ে জড় ক'রে নিয়ে এলো, এনে

সেগুলো জমীতে ছড়িয়ে দিলে, তুষ থেকে কি কখন গাছ হয়? সে তা আশাও করে নি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যখন সে একদিন তার ক্ষেত দেখ্‌তে গেল, তখন দেখে সেই বীজের খোসা থেকেই সুন্দব চাবা বেবচ্চে—তখন তার কি আনন্দ! তাব পর দু'একবার বেশ ভাল ক'রে বৃষ্টি হওয়াতে ক্ষেত ধানে একেবারে ভবে' উঠ্‌ল! আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে তখন তার মাকে গিয়ে সে সুখবরটা দিলে। মা ছেলের অনেক চেষ্টার ফল ফলেচে দেখে তো ভারি খুসি! রাখাল তার পর থেকে রোজ বোজ ফসলের অবস্থা দেখে আস্‌ত। শেষে দেখ্‌লে, ক্রমে ক্রমে ফল আরম্ভ হ'য়েচে, দানা বাঁধ্‌তে (ডেম্বো) সুরু হ'য়েচে: তার পর আবার এক-দিন দেখ্‌লে ফসলে সোনালী রঙ ধরেচে—এবার পাক্‌বে। আর দু'এক দিন গেলেই সে সেগুলো কেটে তুল্‌বে মনে করলে।

বেচারা তার পর একদিন সকালে খুব খুসি হ'রে ফসল কেটে আন্‌বে ব'লে কাস্তে টাস্তে নিয়ে গেছে—গিয়ে দেখে হায়! হায়! তার অত সাধের ফসল, অত পরিশ্রমের ফল একদিনে একদল বুনো মোষে খেয়ে গেছে! বেচারা তো রাগে দুঃখে অস্থির! তক্ষুণি সে ঘরে মায়ের কাছে চলে' গেল। মাকে বল্লে "মা, আমাকে কিছু জনারের ময়দা (লুপু) আর চালভাজা দাও আমি যেখানে পাব মোষেদের তীর



বুনো মোষ।

ধনুক দিয়ে মেরে তবে ছাড়ব—আমি তাদের না মেরে ফিরচি না।” মা আর কি করে! ছেলেকে খাবার জিনিস ঘরে যা' ছিল তা দিলে। সে ত তীর ধনুক নিয়ে মোষেদের পায়ের দাগ দেখে দেখে তাদের সন্ধান করতে চল্ল।

শেষে, যেতে যেতে যেতে গভীর বনে পাহাড়ের উপর যেখানে জন-মনিষ্যির যাতায়াত নেই এমন এক জায়গায় গিয়ে পড়ল। তার সঙ্গে জনারের ময়দা আর চালভাজা ছাড়া একটি এক-তারার মত বাজাবার যন্ত্র ( বানাম ) ছিল। মোষেদের পায়ের দাগ ধরে' ধরে' যেতে যেতে সে দেখ্‌তে পেলে, এক জায়গায় একদল বাচ্চা মোষ চরচে—আর সেই জায়গাটা সমস্তটা একেবারে তাদের গোবরে বিছিয়ে আছে। রাখাল করলে কি, চুপি চুপি তাদের চোখের আড়ালে থেকে সেই অপরিষ্কার জায়গটা বেশ ক'রে নিকিয়ে চুকিয়ে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে ক'রে রেখে একটা কাছেই বড় গাছের কোঠরে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

যখন বিকেল হ'ল, ধাড়ি মেষের পাল তাদের বাচ্চাদের কাছে থাক্‌বার জায়গায় ( গোঠপিতে ) ফিরে এল ; তখন তারা সেখানটা হঠাৎ অত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে অবাক্ হ'য়ে গেল! কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারলে না, কি ক'রে এমন অসম্ভব সম্ভব হ'ল। বাছুরদের জিজ্ঞাসা করলে "কে এমন সাফসুতরো করেচেরে জানিস্ ?" তারা কিছুই বলতে পারলে না।

তার পর, তারা যুক্তি ক'রে একটা ছোট মাদি মোষকে তার পরদিন চরতে যাবার সময় 'গোঠপিতে' পাহারায় রেখে গেল—

ব্যাপার ধরবার জন্যে। রাখাল খুব সাবধানে চালাকি ক'রে যেই সেই মাদিটা একটু অন্যমনস্ক হয়েচে অমনি কোঠর থেকে বেরিয়ে এসে জায়গাটা নিকিয়ে চুকিয়ে তাড়াতাড়ি আবার আপনার কোঠরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। তার পরদিন একটা মর্দ্দা মোষ পাহারায় রইল কিন্তু তারও চোখে ধূলো দিয়ে রাখাল আপনার কাজ সেরে নিলে। অবশেষে কোন গতিকে ধরবার উপায় না দেখে তারা একটা একচোখ কাণা মাদি মোষকে পাহারায় রেখে গেল। কাণী তার কুত্‌কুতে একটি চোখেই রাখালের ব্যাপার ধরে' ফেল্লে। দলের মোষেরা ফিরতেই তাদের সব রাখালের বিত্তে ফাঁস ক'রে দিলে।

তখন, মোষেদের সর্দ্দার, রাখাল যে গাছের কোঠরে লুকিয়ে ছিল সেখানে গিয়ে তাকে ডেকে বল্‌তে লাগ্‌ল "কে তুমি? আমাদের এমন লুকিয়ে থেকে উপকার করচ? আমরা তোমায় কিছু বল্‌ব না, তুমি স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে এস। গাঁয়ে যেমন রাখালে গরু ছাগল চরায় তেমনি তুমি আমাদের এবার থেকে দেখ্‌বে শুন্‌বে নাওয়াবে ধোয়াবে। তুমি আমাদের মালিক হ'লে। আমরা তোমাকে খুব দুধ, মাখম খাওয়াব, বিপদে আপদেও সহায় হ'ব।" সব বন্দোবস্ত পাকাপাকি যখন হ'য়ে গেল তখন সে কোঠর থেকে বেরিয়ে এল। আর তার পর থেকে তাদের রাখাল হ'য়ে মজা ক'রে থাক্‌তে লাগ্‌ল। এ সময় তার সেই একতারাটি খুবই কাজে লেগেছিল। সেটা বাজালেই মোষেরা যে যেখানেই থাক,

হাজার বাধা পড়লেও ছুটে দলে দলে তার সাম্‌নে এসে হাজির হ'ত। সে তার নিজের দরকার বুঝেই একতারাটি বাজাত। তার যখন কাপড়ের দরকার, তখন সেই বনের কোন পথ দিয়ে তাঁতিদের কাপড়ের বোঁচকা নিয়ে যেতে দেখ্‌লেই অমনি তাদের ডাকৃত। তার পর, তাদের কাছে কিন্‌ব ব'লে, বেছে বেছে ভাল কাপড় তুলে নিয়ে পয়সা চাইলে বল্‌ত "দাঁড়াও, আমার লোক আসচে, সে দাম দেবে।" অমনি একতারা (বানাম) বাজিয়ে 'দত, আর দলে দলে শিং নাড়তে নাড়তে মোষের পাল সেখানে কোথা থেকে ছুটে আস্‌ত। তাঁতিরা ভয়ে কাপড়-চোপড় যা-কিছু সব ফেলে রেখে প্রাণ-ভয়ে দে ছুট! তার পর সব জিনিসই তার লাভ হ'ত। এমনি ক'রে প্রতি হাটে লোকজনদের কেনা-বেচার যা-সব জিনিস পে'ত দরকার বুঝে কেড়ে কুড়ে নিত। এমন কি তার কুমোরের (কুম্বল) হাঁড়িকুড়িও সে সেই বনে ব'সে পেয়ে যে'ত।

রাখাল করত কি, রোজ একটা ঝরণায় মোষেদের চান করাত আর নিজেও করত। একদিন কি হ'য়েচে, সে মাথা ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে মাথা ধোবার জন্যে মাটি দিয়ে * খুব ভাল ক'রে মাথাটা লেপেচে, তার পর মোষেদের নদীতে নিয়ে গেছে। মোষেদের চান হ'য়ে গেলে সে যেমন নিজে চান করবে, অমনি কি ক'রে তার একটি মাথার লম্বা চুল খসে' গেল। সে সেটা পাছে মাছেদের গায়ে জড়িয়ে যায় আর তাদের ভিতর

* যে মাটি দিয়ে 'হো'-রা মাথা ঘসে তাকে ওরা 'নাকা-হাসা' বলে।

বিপদ ঘটায় তাই ভেবে একটা ডুমুর (লোয়াদারু) পেড়ে তাবই সেই লম্বা চুলগাছটি পূরে স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিলে। ডুমুর ক্রমে ক্রমে ভাস্‌তে ভাস্‌তে যেখানে ঝরণাটা ক্রমে নদী হ'য়ে চওড়া হ'য়ে গেছে সেইখান দিয়ে আরো দূরে সরে' সরে' যেতে লাগ্‌ল।

শেষে, এক জায়গায় নদীতে এক রাজকন্যা তাঁর সখীদের সঙ্গে চান করছিলেন হঠাৎ ডুমুরটা তাঁর গায়ে গিয়ে ঠেক্‌ল। তিনি সেটা তুলে ভেঙ্গে দেখেন তার মধ্যে একটি চমৎকার লম্বা চুল রয়েছে। তিনি তো সেই চুল দেখেই একেবারে মুগ্ধ! প্রতিজ্ঞা ক'রে বস্‌লেন "এই চুল যাব মাথার তাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।" ঘরে গিয়ে তিনি দোর বন্ধ ক'রে রইলেন—যতক্ষণ না সেই লোকটি পাওয়া যায় ততক্ষণ আহার নিদ্রা সব ছেড়ে দিলেন। রাজার ঐ একটিমাত্র মেয়ে, আর ছেলে পিলে কেউ ছিল না; কাজেই মেয়েটির উপর তাঁর বড়ই স্নেহ। তিনি সব ব্যাপার জান্‌তে পেরে তক্ষুণি নদীর ধারে ধারে যেখানে গিয়ে নদীটা আরম্ভ হয়েচে সেখান পর্য্যন্ত খুঁজ্‌তে লোকজন পাঠালেন।

নদী ধরেই গিয়ে লোকেরা যেখানে জঙ্গলী মোষগুলো থাকে সেই আড্ডায় গিয়ে পড়ল। তার পর তারা সেই লম্বা চুলওয়ালা রাখালকেও দূর থেকে একটা মোষের পিঠে দেখ্‌তে পেলে। কিন্তু বুনো মোষের পালের মধ্যে তার কাছে এগোতে কারু সাহসে কুলাল না। রাজার কাছে খবর যেতেই তিনি ত অনেক টাকাকড়ি বখ্‌শিশ দেবার লোভ

দেখালেন কিন্তু তবু কেউ মোষের সাম্‌নে এগলো না। রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন।

এমন সময়, কোথা থেকে একটা কাক রাজার কাছে উড়ে এসে হাজির হ'ল, এবং বল্লে "মহারাজ, কিছু ভাব্‌বেন না, হুজুরের হুকুম হ'লেই আমি এক্ষুণি তাকে এখানে নিয়ে আস্‌তে পারি।" তার পর রাজার হুকুম পাবামাত্র কাকটা উড়ে যেখানে রাখাল মোষেদের দলের মাঝে মোষের পিঠে চড়ে' বসে' আছে সেইখানে গেল। সে করলে কি, ফস্ ক'রে রাখালের সাম্‌নেই তাকে দেখিয়ে তার 'বানাম' যন্ত্রটি যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে ঠোঁটে ক'রে নিয়ে উড়ল। তখন রাখাল বেগতিক বুঝে বাজনা ধরবার আশায় মোষের পিঠ থেকে নেবে তাদের ছেড়ে কাকের সঙ্গে সঙ্গে ছুট্‌ল। ধূর্ত্ত কাক মাঝে মাঝে একতারাটা পথের মাঝে ফেলে দিতে লাগ্‌ল আর রাখাল সেই সুযোগে যেই এগিয়ে গিয়ে সেটি কুড়োতে যাবে আবার অমনি ঠোঁটে ক'রে নিয়ে উড়ে যেতে লাগ্‌ল



এমনি ফন্দি ক'রে কাক তাকে একেবারে পাহাড়, বন, মাঠ

ছাড়িয়ে শহরের মধ্যে রাজার প্রাসাদের মাঝে একেবারে সিপাই পাহারার মাঝখানে এনে ফেল্লে। সিপাইরা তাকে দেখে ধরতে কিছুমাত্র দেরী করলে না। একেবারে ধরে' রাজার কাছে নিয়ে গেল।

তার পর, রাজার কাছে রাখাল সব জানতে পেরে রাজ-কন্যাকে বিয়ে করতে রাজি হ'ল। তবে, তার বিয়ের আগে সে একটা দরকারী কাজ করতে চাইলে। সে প্রাসাদের প্রকাণ্ড উঠানের একপাশে একটি মাচা বাঁধ্‌তে বল্লে, আর তার সাম্‌নে এক হাজার খুঁটিতে মোটা মোটা দড়ি বেঁধে পুঁতে রাখ্‌তে বল্লে। রাজার হুকুমে হব-জামাইয়ের মাচা আর সব দরকার মত তৈরী হ'য়ে গেল। তখন রাখাল সেই উঁচু মাচার উপর চড়ে' তার সেই 'বানামটি' (একতারা) খুব জোরে জোরে বাজাতে লেগে গেল। আর দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই পাহাড় জঙ্গল থেকে দলে দলে বুনো মোষ এসে রাজার সেই প্রকাণ্ড উঠোনটা একেবারে ভরিয়ে তুল্লে। তখন রাখাল লোকজনদের সেই মোষগুলোকে খুঁটির দড়িগুলোতে ধাঁ ধাঁ ক'রে বেঁধে ফেল্‌তে বল্লে। কতকগুলো মোষ সেই গোলমালে আর লোকজন দেখে ভয়ে আবার বনে পালিয়ে গেল। আর বাকি কতকগুলো সেই সব খুঁটির দড়িতে বাঁধা পড়ে' গরু ছাগলের মত মানুষের পোষা মোষ হ'য়ে র'য়ে গেল। আর যারা বনে পালাল তারা বুনো মোষ হ'য়েই থেকে গেল।

---

# দু-ভাই

সে অনেক দিনের কথা। এক সময়ে এক গাঁয়ে একটি থুথ্থুড়ি বুড়ি থাক্‌ত। তার দু'ছেলে। একজন কুঁজো, একজন কাণা। কুঁজো ছিল বড়, কাণা ছোট।

এখন হ'য়েছে কি, একদিন কুঁজো কাণাকে বল্লে, "দেখ্, আমি ছাগল চরাতে যাচ্ছি—তুই এক কাজ করিস্। মাকে আজ চান করাস্।" কাণাকে মায়ের চানের জল বন্দোবস্ত করতে ব'লে কুঁজো তো গেল ছাগল চরাতে।

এদিকে কাণা দাদার কথা মত গরম জল তৈরী ক'রে মাকে চান করালে—শেষে দেখে, হিতে বিপরীত! এত ফুটন্ত গরম জল মায়ের মাথায় সে ঢেলেচে যে শেষে তার মা বেচারী মরেই গেল।

বাড়ী ফিরে কুঁজো দেখে তার মা নেই। শেষে সব জান্তে পেরে হায় হায় করতে লাগ্‌ল! কাণা ভাইকে রেগে মারতে গেল, বল্লে—"গাধা! কি করেচিস্—শেষ-কালে সর্ব্বনাশ কর্‌লি?" সে অম্লানবদনে বল্লে—"বাঃ, তা আমার এতে দোষ কি? তুমিই তো আমায় গরম জলে মাকে নাওয়াতে বলেছিলে? এ দোষ আমার, না তোমার?" তখন আর কি করে? নিজেদের অপরাধ নিজেরাই সমানভাবে বেঁটে নিলে।

নিয়ে, তার মা'র মৃত-দেহটা তাদের বাড়ীর কাছেই এক পাড়া-পড়্শীর বেগুন ক্ষেতের মধ্যে রেখে এল আর তার সাম্‌নে এক ঝুড়ি বেগুনও তুলে রেখে দিয়ে এল—ভাবটা এই যে, তা হ'লেই লোকে ভাব্‌বে যে তাদের মা বেগুন চুরি কর্‌তে গিয়েছিল, তখন যার ক্ষেত সে এমন মেরেছে যে, মার খেয়ে মা বেচারী ম'রে গেছে। শেষে তারা সত্যি সত্যি পাড়ার সকলের কাছে নালিশও কর্‌লে যে তাদের মাকে বেগুন চুরির জন্যে যার ক্ষেত সে মেরে ফেলেচে।

বিচারে তাদের তরফেই হাতে হাতে প্রমাণও হ'য়ে গেল, যার ক্ষেত সে বেচারী নির্দ্দোষী হ'লেও নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কর্‌তে পারলে না ব'লে বিচারে দু-ভাইকে তাদের মায়ের জন্যে অনেক টাকা তাকে দণ্ড দিতে হ'ল। ওরা টাকা নিলে না, তাদের মায়ের 'সাবসী' অর্থাৎ শ্রাদ্ধের ভোজের জন্যে একখানা বড় রুটি তার কাছ থেকে আদায় ক'রে তাকে ছেড়ে দিলে।

এই ঘটনার পর কিছু দিন বেশ কেটে গেল—কোন গোল আর রইল না। ইতিমধ্যে একদিন আবার কুঁজো-দাদা তার কাণা ছোট ভাইটিকে বল্লে, "আমার আজ শরীরটা ভাল নেই, দেখ্ আমি আজ বাড়ী থাকি আর তুই ছাগল চরাতে মাঠে যা, গাঁ থেকে যার যার ছাগল আমি চরাই—সব নিয়ে সেই দূরে মাঠে যে একটা গাছ আছে, সেই গাছের তলায় জমা ক'রে (গোঠে) রাখিস্!" তার পর দাদার কথামত কাণা বেশ ক'রে গ্রাম থেকে সব বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাগল জুটিয়ে নিয়ে সে-

গুলোকে আছ্‌ড়ে মেরে ফেলে সেই গাছতলায় মরা ছাগল গুলোকে জড় ক'রে রেখে দিয়ে ব'সে রইল। কুঁজো কাণার কীর্ত্তি টের পেয়ে রেগে গস্‌ গস্‌ করতে লাগ্‌ল। তাতে কাণা বল্লে, "তুমিই ত আমায় ছাগলগুলো গাছতলায় জড় ক'রে রাখ্‌তে বল্লে, তার আমি আর কি করি? দোষ ত তোমারই।"

গ্রামের লোকেরা এবার তাদের দু-ভাইকে যে ছেড়ে কথা কইবে না, মেরে ভূত ভাগিয়ে দেবে তা' তারা বেশ বুঝেছিল। সেই ভয়ে প্রাণ নিয়ে তারা বনে পালালো।

তার পর বনের মধ্যে বেচারীরা অনেক ঘুরে ঘুরে যখন বেজায় ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌ল, আর ওদের খিদেও পেয়ে গেল, তখন আর কি করে, তাদের হ'ল মহাবিপদ। এখন কি খায়? বনের মধ্যে অনেক রকম খাবার মত গাছের শেকড় আছে তারা জান্‌ত। অবশেষে তারা বেছে বেছে সেই রকম একটা গাছের মূল নিয়ে সিদ্ধ ক'রে খাবে ঠিক কর্‌লে। তাদের হাতে ছিল একটা কুড়ুল, সেইটে দিয়ে কুঁজো মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটা গাছের কন্দ বার করলে।

তার পর কুঁজো একটা অন্ধকার মাটির গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে কাণাকে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লে—"হ্যাবে, এখন সূর্য্যি কি উঠ্‌চে, না অস্ত যাচ্ছে?" সে উত্তর করলে—"সূর্য্যি উঠ্‌চে আর সূর্য্যি অস্ত যাচ্চে।" পরে মুখোমুখি ব'সে দু'ভাই দুটো কাঠ ঘসে ঘসে আগুন করলে। সেই আগুনে গাছের মূলটা পোড়ালে। কাণা সেটাকে দুভাগ করতে গেল, কিন্তু সেটা দৈবগতিকে

হ'য়ে পড়ল তিনভাগ। কুঁজো বল্লে, "দুভাগ তো আমাদের দু-জনের, তৃতীয় ভাগটা কে নেবে ?" একথা যেই বলা, আর অমনি একটা প্রকাণ্ড বাঘ ভীষণ হাঁ ক'রে দাঁত বার ক'রে অতিথি হ'য়ে তাদের সাম্‌নে এসে উপস্থিত হ'ল। অবশেষে তারা তাকেই সেই ভাগটা খেতে দিয়ে খুসী করলে। এদিকে ক্রমে রাত বেশ হ'য়ে এল—ওদেরও খুব ঘুম পেতে লাগ্‌ল কিন্তু বাঘ আর সেখান থেকে কিছুতেই নড়ে না। ওরা দু'ভাই বাঘটাকে কি কথা বলেই বা তাড়াবে ? বাঘ বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে রইল। সে মনে মনে ঠিক করলে—যেই ওদের নাক ডাকার আওয়াজ সে পাবে আর অমনি ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের দু'জনের ঘাড়টি মটকে আহার করবে। সে তাই তাদের একটি পাশে চুপ-চাপ গুড়ি শুড়ি মেরে ভালমানুষটি সেজে ব'সে রইল আর অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে একচোখ বন্ধ ক'রে ভাবগতিক দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তারা দু-ভাইও বাঘমশাইদের ধরণ ধারণ ভাল রকমই জান্‌ত। তারা দু'জনেই ঘুমোলো না—জেগে ব'সে রইল। বাঘ একটু নড়লে চড়্‌লেই অমনি দু'ভায়ের মধ্যে একজন না একজন ব'লে উঠ্‌তে লাগ্‌ল "কি বন্ধু, কি হচ্ছে ?" বাঘ অমনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বল্‌চে "নাঃ কিচ্ছু না, আমার বেজায় ঘুম পেয়েচে তাই একটু ঝিমোচ্চি।"

বাঘ ত সমানে তাদের সঙ্গে সমস্ত রাত ধ'রে জেগে ব'সে থেকে, দুজনকে খাবার এত চেষ্টা করলে কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করতে পারলে না। কাণা আর কুঁজো সজাগ হ'য়ে পাহারা

হো-দের গল্প—



কুঁজো বল্লে, "দু'ভাগ ত আমাদের দু'জনের, তৃতীয় ভাগ কে নেবে। ৪৬ পৃঃ

দিয়ে সমস্ত রাত ব'সে রইল। তার পর বাঘ আর যখন কিছুতেই পেরে উঠ্‌ল না, তখন সকালের দিকে আর জেগে না থাক্‌তে পেরে খুব ঘুমিয়ে পড়ল। সেই সময় কাণা করলে কি—তার কুড়ুল দিয়ে বাঘের দফা শেষ করবার মৎলব করলে!

বাঘকে কাট্‌বার জন্যে কুড়ুল যেই তুলেচে এমন সময় কুঁজো তাকে বাধা দিলে। শেষে দু'ভাই যুক্তি ক'রে ঠিক্ ক'রে ঘুমোন্ত বাঘটার শুধু ন্যাজটা কুড়ুল দিয়ে টুক্‌রো ক'রে দিলে। বাঘ ন্যাজের জ্বালায় সেখান থেকে চোঁ চাঁ দৌড় দিলে। দু'ভাই তার ন্যাজটা দিব্বি ক'রে পুড়িয়ে খেয়ে ফেল্লে। ন্যাজটুকু খেয়ে ওদের ভারি মিষ্টি লাগ্‌ল; বাঘের মাংস আরো খাবার লোভ বেড়ে গেল। শেষে তারা আস্ত বাঘটাকেই মেরে খাবে এই স্থির করলে।

বাঘ যেমন দৌড়ে পালিয়েচে কাটা ন্যাজের রক্ত ফোঁটা ফোঁটা মাটিতে পড়তে পড়তে গেছে। তারা দু'ভাই সেই রক্তের দাগ দেখে দেখে তখন বাঘের সন্ধানে বাঘের পিছু পিছু চল্ল। তার পর যেতে যেতে যেতে—তিন চারটে খুব উঁচু উঁচু পাহাড় পেরিয়ে এক জায়গায় জঙ্গলের ভিতর বাঘের দেখা পেলে। বাঘকে পেয়ে ওরা বল্লে "কিহে ভায়া, যাচ্ছ কোথায়? তোমার ন্যাজের টুক্‌রোটা আমাদের বড্ড মিষ্টি লেগেচে, এবার তোমাকে খাব।" বাঘ দেখ্‌লে বেগতিক, মানুষ দুটো তাকে না মেরে ত ছাড়বে না তখন তাদের কাছে গিয়ে অগত্যা কাকুতি মিনতি ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল "তোমরা আমাকে মেরো না, আমি তোমাদের

একটা খুব বড় সামার হরিণ মেরে এনে খাওয়াব।" ওরা তাতে রাজি হ'ল। তার কথামত বাঘ একটা প্রকাণ্ড সামার মেরে এনে তাদের কাছে হাজির করলে। কাণা করলে কি, সামারটাকে সেখানে তাদের পুড়িয়ে খাওয়া সাঙ্গ হ'লে পর যাবার সময় পুঁটলি ক'রে চামড়াটার ভিতর তার নাড়ি-ভুঁড়ি গুলো নিয়ে চল্লো।

সেখান থেকে বেরিয়ে তারা দু'টিতে ছোট ছোট ঝোপ ঝাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ক্রমে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শেষে বনের যখন একেবারে ভিতরে চ'লে গেছে তখন রাতও হ'য়ে এল, এখন কি করে? রাতটা কাটাবার জন্যে বাঘ ভালুকের ভয়ে তারা একটা গাছের উপর চড়ে' ঘুমাবার আয়োজন করলে।

ঠিক্ তার পরই কোথা থেকে একদল শিকারী সেই গাছটার নীচেই এসে রাতটা কাটাবার জন্যে আড্ডা করলে। ওরা টের পায়নি যে, সেই গাছের উপর কোন লোক শুয়ে আছে! রাত্রে যখন শিকারী দলের লোকেরা আর গাছের উপর তারা দু'ভাই একেবারে নিঝুম হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ল—হঠাৎ ঘুমের ঘোরে সেই নাড়ি-ভুঁড়ির পুটলিটা কাণার হাত ফস্‌কে নীচে মাটিতে প'ড়ে গেল। এখন সেটা পড়বি ত পড়, একদল শিকারী চিৎ হ'য়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, সটান তাদের পেটের উপর সজোরে পড়ল। যেই পড়া আর অমনি তাদের কোথায় গেল ঘুম—তারা ত ভয়ের চোটে তড়াক ক'রে উঠে পড়েই ঘুমের ঘোরেই বাপরে

মারে ক'রে চীৎকার ক'রে, চাঁ-চাঁ দৌড় দিলে। আর তাদের দেখা-দেখি আড্ডায় আর আর যারা ছিল তারাও চেঁচামেচিতে এত ভয় পেয়ে জেগে উঠ্‌ল যে, তাদের জিনিষপত্র ঘোড়া—সব সেই খানেই ফেলে রেখে তাদের পিছন পিছন ছুটে পালাল। তাদের জিনিষপত্রের সঙ্গে একটা নাগড়া বাজনাও তারা ফেলে গেল। দু-ভাই ব্যাপার সব টের পেয়ে জেগে উঠে গাছের তলায় আস্তে আস্তে নাব্‌ল। দুজনে এখন শিকারীদের জিনিষপত্র নিয়ে কি কর্ব্বে এই ভাবনা। কুঁজো বল্লে, "এস ভাই, সব জিনিষগুলো দখল ক'রে নেওয়া যাক"। কাণা বল্লে "না ভাই, কাজ নেই—শুধু এই নাগড়াটিকেই নেওয়া যাক্‌."

অনেক তর্কের পর শেষে নাগড়াটি নেওয়াই সাব্যস্ত হ'ল। তারা করলে কি, তাতে একটা ফুটো করলে, ক'রে তার মধ্যে একঝাঁক মৌমাছি ঢুকিয়ে রাখ্‌লে। সকালে শিকারীরা তাদের জিনিষপত্র সব নিতে এসে গাছতলায় সেই দুটি মূর্ত্তিমান লোককে দেখ্‌তে পেয়ে মার মার শব্দ ক'রে তেড়ে মারতে গেল। ওরা দেখ্‌লে মহা বিপদ, প্রাণ নিয়ে টানাটানি; তখন তারা আর কিছু না ক'রে খুব জোরে জোরে নাগ্‌ড়া পিট্‌তে লাগ্‌ল। আর সেই ফুটো দিয়ে দলে দলে মৌমাছির ঝাঁক বেরিয়ে শিকারীদের একেবারে ছেঁকে ধ'রে পট্‌ পট্‌ ক'রে হুল্‌ ফুটিয়ে অস্থির করতে লাগ্‌ল।

অবশেষে বেচারীরা আর কি করে, হার মেনে তখন তাদের দু-ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া মিট্‌মাট্‌ করবার কথা পাড়লে। কথা

এই ঠিক হ'ল যে, দু-ভাইকে তারা তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে ঘর-বাড়ী জমি-জায়গা দেবে আর তাদের সঙ্গে তাদের মেয়ের বিয়ে দেবে।

তখন কাণারাম কুঁজোরাম ভারি খুসি! তাতেই রাজি হ'য়ে গেল। আনন্দের চোটে সুর ক'রে ক'রে গান গেয়ে নাগড়া পিট্‌তে লেগে গেল—

"বোলো পেসাকিং ডুন্ ডুন্ চা,
বোলো পেসাকিং ডুন্ ডুন্ চা"

তার ভাবটা হচ্ছে—"তোমরা ফিরে এস, তোমরা ফিরে এস।"

মৌমাছিগুলো সেই বাজনা শুনে আবার যে-যার ফিরে এসে সেই নাগ্‌ড়ার ফুটোর ভিতর ঢুকে গেল।

এবার শিকারীরা দু-ভাইকে সেখান হ'তে অনেক দূরে তাদের গাঁয়ে নিয়ে গেল। বিয়ে থাওয়া ক'রে সুখে স্বচ্ছন্দে অনেক কাল তারা সেইখানেই কাটিয়ে দিলে।

# দুষ্টু-বৌ

এক বাড়ীতে কেবলমাত্র চার জন লোক থাকৃত। দুটি ভাই, তাদের একটি বোন আর থাকৃত বড় ভায়ের স্ত্রী।



ভাই দুটি আর তাদের বোন রোজ বাইরে যেত—কাজ-কর্ম্ম ক'রে রোজগার পত্তর করতে—আর বড় ভায়ের বৌ থাকৃত বাড়ীতে রান্নাবাড়া, ঘরকন্নার কাজ করবার জন্যে।

এখন, বৌ লোকটি একেবারেই ভাল ছিল না। সে করত কি, রোজ রোজ তার স্বামীকে খুব ভাল ক'রে খাওয়াত, নিজেও পেট ভ'রে খেত আর তার দেওর আর ননদটিকে ভাতের একটি খুদ দু'জনকে আধাআধি ভাগ ক'রে নিয়ে তাতে একবাটি ফ্যান ঢেলে খেতে দিত।

এমনি ক'রে বৌদিদির পাল্লায় পড়ে' না খেয়ে কোনগতিকে তারা দু-ভাই-বোনে তো কাটায় কিন্তু কাউকে সে বিষয়ে কোন কথাই বলে না। মানুষ আর কত সহ্য করতে পারে? একদিন আর থাকতে না পেরে বেচারীরা দুজনে চুপি চুপি যুক্তি ক'রে কাউকে না জানিয়ে মনের দুঃখে বনে চলে' গেল।

বনে গিয়ে তারা 'তিবিল' 'তারাপ' ফল যথেষ্ট খেতে পেলে। অনেক দিন ভাল খেতে পায়নি, খুব পেট ভ'রে ফলগুলো ত খেলে। কিন্তু এখন জল পায় কোথায়? ভাব্‌লে খুঁজে কোথাও না কোথাও জল পাবে—কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা জলের চিহ্নও দেখ্‌তে পেলে না।

তার পর ঘুরতে ঘুরতে শেষে 'মেরেল' গাছের ফলের রস খাবে ব'লে ফল পাড়বার জন্যে ভাইটি গাছে একটা পাথর ছুঁড়লে। তার হাতের নিশানা ছিল চমৎকার। মারবা-মাত্র একটা ফল গাছ থেকে পড়ে' গেল। ফলটা গাছের নীচে কতকগুলো কাঁটা ঝোপের মধ্যে পড়ল—আর পড়েই টুব্‌ ক'রে শব্দ হল, টপ্‌ করে না পড়ে' টুব্‌ ক'রে যখন পড়ল তখন তাতে তাদের মনে হ'ল সেখানে জল নিশ্চয়ই আছে।

খুসি হ'য়ে দু'জনে হাতে ক'রে ঠেলে ঠেলে জঙ্গল সরিয়ে সেই যে-দিকে শব্দটা হ'য়েছিল সেই দিকে যেতে লাগ্‌ল। গিয়ে দেখে সেখানে একটা গর্ত্তে পরিষ্কার জল, আর সেই জলের ধারে ও কি? বাস্‌রে! এক প্রকাণ্ড বাঘ ব'সে আছে!!!

বাঘ তখন সামনাসামনি তাদের দেখ্‌তে পেয়ে বল্লে, "দেখ্‌, এ জল আমার, তোরা যদি আমাকে দু'জনে মিলে কাঁধে করে' এখান থেকে অন্য জায়গায় ব'য়ে নিয়ে যাস্‌ তবেই ত তোদের জল খেতে দেবো,—নইলে!" তাদের তখন এতই তেষ্টা পেয়েছিল যে, তখন কিছু না ভেবেই—বাঘ বল্‌বামাত্র তারা তাতেই রাজি হ'য়ে গেল। দু'জনে জল খাওয়া সেরে লোকটা তার কুড়ুল দিয়ে একটা 'কাকা' গাছের কাঁটা সুদ্ধ মোটা ডালে বাঘকে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কেটে আন্‌লে। সে ডালের কাঁটাগুলো যেই কুড়ুল দিয়ে আস্তে আস্তে ছুলে ফেল্‌তে আরম্ভ করেচে বাঘ অমনি তাকে মানা ক'রে বল্লে, "কাজ কি অত হাঙ্গাম বাড়িয়ে, কাঁটাগুলো থাক্‌লই বা, আমায় ঐ কাঁটাওয়ালা কাঠে চড়িয়ে কাঁধে ক'রে নিয়ে চল।" বাঘের আসল মতলবটা অবিশ্যি সুবিধের নয়, মনে করেচে কাঁটা সুদ্ধ ডালে চড়িয়ে তাকে কাঁধে চাপালে তাদের কাঁধ ছ'ড়ে গিয়ে রক্ত পড়বে আর সে অমনি সেই রক্ত চেটে চেটে খাবে। তারা তাতেই রাজি হ'ল। বাঘটাকে সেই কাঠের উপর চড়িয়ে দু'জনে মিলে কাঁধে ক'রে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নিয়ে চল্ল। মনে মনে

তাদের বেজায় ভয়—কখন বাঘটা তাদের ঘাড়টি ভেঙে দেয়!

এমন সময় জন চার পাঁচ তাদের জানা-শোনা লোক তীর ধনুক নিয়ে ঐদিকেই শিকার করতে যাচ্চে—হঠাৎ ঐ অদ্ভুত দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল। তারা দূর থেকে ওদের দু'জনকে ঐ অবস্থায় দেখ্‌তে পেয়েই চিন্‌তে পারলে। তারা বন থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে' তাদের দু'জনের দাদার কাছে খবর দেবার জন্যে তাদের গাঁয়ে যত শীগ্‌গির পারলে চলে' গেল।

অনেকদিন ভাই-বোন নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে,—এতদিন পরে তাদের সন্ধান পেয়ে লোকটি খুসী হ'ল। তক্ষুণি তীর ধনুক আর কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলে তার ভাই-বোনেদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

বনে ঢুকে চারদিকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দূর থেকে এক জায়গায় দেখ্‌তে পেলে তার ভাই-বোনেরা একটা প্রকাণ্ড কেঁদো বাঘকে একটা কাঠের উপর চড়িয়ে নিয়ে চলেচে! বাঘটাকে মেরে ফেল্‌বার জন্যে একটা সুবিধামত জায়গায় ওত পেতে রইল। যেমনি সেই দিক দিয়ে কাঁধে ক'রে বাঘটা নিয়ে যাচ্চে অমনি বাঘটাকে লক্ষ্য ক'রে তীর মারলে। তীরটা কি রকম ক'রে ফস্কে গেল।—বাঘের গায়ে লাগ্‌ল না।

বাঘ এদিকে তার কাণের কাছ দিয়ে বোঁ ক'রে আওয়াজ

হো-দের গল্প—



বাঘটাকে কাঁধে ক'রে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নিয়ে চল্ল। ৫৪ পৃঃ

হ'তেই তাদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেঃ—"এ কি ? এ শব্দটা কিসের ?" তারা বিপদ বুঝে অমনি গম্ভীরভাবে বল্লেঃ—"এ্যাঁ ? কিসের আওয়াজ ! ওঃ বুঝেছি, ও কিচ্ছু নয়—এই মাত্র তোমার মাথার কাছ দিয়ে একটা ভীমরুল উড়ে গেল, তারই ভন্‌ভনানির শব্দ শুনে থাক্‌বে।"

এমন সময় আর একটা তীর এসে দুষ্টু বাঘের ঠিক্‌ বুকের পাঁজরে এসে বিঁধে গেল—আর অমনি বাঘ মরে' বস্তার মত ধুপ ক'রে মাটিতে চিৎপাত হ'য়ে গড়িয়ে পড়ল ! একটু টুঁ শব্দ করবারও ক্ষমতা রইল না।

ভাই-বোন দুটিকে উদ্ধার ক'রে দাদা তাদের অতি যত্নে বাড়ী নিয়ে গেল। তারা বনের সব ব্যাপার দাদাকে বল্লে, শেষে অবিশ্যি তাদের এই দুঃখের গোড়া যে বৌদিদি তাও সমস্ত জানালে

স্ত্রীর ব্যবহারের কথা শুনে সে রেগে অস্থির হ'য়ে পড়ল। তার স্ত্রীর মুখে আর কথা নেই। রাগের চোটে থাক্‌তে না পেরে কুড়ুলের বাড়ি তার স্ত্রীর মাথা কেটে ফেল্লে।

তার পর থেকে তারা ভাই-বোনেরা মিলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগ্‌ল। সেই থেকে তাদের মধ্যে কেউ আর বিয়ে করলে না।

# ঘুঘুর জন্ম

এক বাড়ীতে একটি মেয়ে চরকা কাটত। আর তার ভায়েরা নানান্ জিনিষ-পাতির বোঝা নিয়ে বলদেব পিঠে চাপিয়ে দূরদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করতে যেত। তাতেই তাদের সমস্ত পরিবারের দিন চল্‌ত।

এদিকে তার ভায়ের বৌয়েরা, মেয়েটির ভায়েরা যখন ঘরে থাক্‌ত না, ব্যবসার জন্যে দূরে যেতো সেই সুযোগে তাকে বেজায় কষ্ট দিত। বেচারীকে দিয়ে বাসন মাজা, কাপড় কাচা, জল তোলা, যত শক্ত শক্ত কাজ ত করাতই—তাছাড়া কত অসম্ভব অসম্ভব ফরমাস করত যে তার আর দুঃখের সীমা থাক্‌ত না।

এমনি ক'রে ত দিন যায়। একদিন সুযোগ বুঝে তার বৌদিদিরা তাকে একটা ফুটো কলসী দিয়েছে—কুয়ো থেকে জল তুলে আন্‌তে। মনে মনে তাদের ভারি আহ্লাদ যে ননদ আজ খুব জব্দে পড়বে! ফুটো কলসীতে জল তুল্‌তে পারবে না।

বেচারী কিছুই জানে না, মনের দুঃখে জল তুল্‌চে। জল তুল্‌তে যায় এক ফোঁটাও জল ওঠে না। বেচারী তো শেষে কেঁদে ফেল্লে! এদিকে জল না বাড়ী নিয়ে গেলেও

রক্ষে নেই! কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল আর বল্‌তে লাগ্‌ল "হা ভগবান্? বৌদিদিরা এমনি ক'রে কি চিরকালই কষ্ট দেবে? আমার কি এ জীবনে শান্তি হবে না?" এক ব্যাঙ ছিল, সেই কুয়োর ভিতর। তার কথা শুনে আর তাকে কাঁদ্‌তে দেখে তার ভারি দয়া হ'ল। সে সব ব্যাপার বুঝ্‌তে পারলে! তখন সে করলে কি, মেয়েটি আবার যে-ই জল তোল্‌বার জন্যে কলসী কুয়োর ভিতর নামিয়েচে অমনি তার মধ্যে চুপি চুপি ঢুকে গিয়ে কলসীর ঠিক্ সেই ছেঁদাটার মুখে আঁটকে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

মেয়েটি এবার জল উঠিয়ে দেখে কলসীর কাণায় কাণায় ভরা জল! মনে ভারি আহ্লাদ হ'ল! জল নিয়ে সে বাড়ী এল।

বৌয়েরা দেখে শুনে ত অবাক্! একটি ফোঁটা জলও বাইরে পড়েনি—কলসী কাণায় কাণায় ভরা! ভরা কলসী দেখে তারা তাকে কিছুই বল্‌বার সুবিধে না পেয়ে মনে মনে চটে রইল। এদিকে ব্যাঙটা সেই অবকাশে ছেঁদাটা থেকে বেরিয়ে পালাল্ আর জল সব ফুটো দিয়ে বেরিয়ে গেল; জল এক ফোঁটাও রইল না, কলসী যেমন খালি তেমনি খালি হয়েই রইল।

বৌয়েরা দেখ্‌লে ননদকে আর কিছুতেই জব্দ করতে পারবে না, তখন নানান নতুন নতুন অসম্ভব অসম্ভব কাজের ফরমাস তাকে করতে থাক্‌ল।

একদিন তাদের নিজেদের পরিষ্কার কাপড়ে খুব খানিকটা ভ্যালার আঠার কস লাগিয়ে সেই দাগ কেচে ওঠাবার জন্যে তার ননদকে দিলে। তারা বেশ জানে যে ভ্যালার কসের দাগ কখনও পারিষ্কার হ'য়ে উঠে যাবে না—এবারে সে নিশ্চয়ই হার মানবে।

মেয়েটি আর কি করে—কাপড়ের বোঝা নিয়ে, কলসী আর ক্ষার নিয়ে দাগ ওঠাবার জন্যে পুকুরে চল্ল। পুকুর ঘাটে একটা পাথরের উপর কাপড়ে ক্ষার মাখিয়ে খুব আছড়ে আছড়ে কাচ্‌তে লাগ্‌ল—যতই কাচে দাগ আর ওঠে না—ততই যেন পাকা হ'য়ে ব'সে যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাপড়ই কাচ্‌চে। বেচারী নিরুপায় হ'য়ে শেষে কাপড় ফেলে রেগে ঘাটে ব'সে কঁাদ্‌তে কাঁদ্‌তে নিজের দুঃখের কথা ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

তখন সেই পুকুরটার এক কোণে একটি ধার্ম্মিক বক চুপ ক'রে এক পা তুলে ব'সে ঝিমচ্ছিল, আর আড়চোখে মেয়েটির ভাবগতিক সব ভাল ক'রে দেখ্‌ছিল। তার মেয়েটির উপর কেমন দয়া হ'ল। তাকে তার দুঃখের কারণ কি জিজ্ঞাসা করলে। মেয়েটি বককে তার সব কথাই বল্লে। বক তখন সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বল্ল "তার জন্যে আর দুঃখ কি বাছা? তুমি যখন কাপড় কাচ্‌বে তখন আমার দিকে তাকিয়ে থেকো, তা হ'লেই কাপড়গুলো আমার গায়ের রঙের মত শাদা ধবধবে হ'য়ে যাবে।"

তার পর বক যা বল্লে ঠিক তাই হ'ল। মেয়েটি যে-ই তার দিকে চেয়ে চেয়ে কাপড়গুলো কাচ্‌তে আরম্ভ করলে আর অমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সত্যিই বকের শাদা পালকের মত সেগুলো ধবধবে হ'য়ে উঠ্‌ল! ভ্যালার আঠার দাগ কোথায় মিলিয়ে গেল!

এবারও তাকে ঠকাতে না পেরে বৌয়েরা আবার এক নতুন চালাকি খাটালে। জঙ্গলে শুকনো জ্বালানি কাঠ বেঁধে আন্‌বার জন্যে দড়ি কি অন্য কিছু দিলে না।

লক্ষ্মী মেয়েটি যেমন বলা তেমনি বনে কাঠ ভাঙ্গ্‌তে গেল। সমস্ত দিন জঙ্গলে জঙ্গলে শুক্‌নো কাঠ খুঁজে খুঁজে জড করলে, কিন্তু সন্ধ্যের সময় সেগুলি দড়ির অভাবে একসঙ্গে বেঁধে আন্‌তে পারচে না—মহা বিপদে পড়ল! বেচারী মাথায় হাত দিয়ে সেখানে ব'সে পড়্‌ল!

এমন সময় কোথা থেকে সেই দিক দিয়ে দুটো সাপ চলে' যাচ্ছিল। তারা মেয়েটির কষ্টের কারণ যে কি তা বুঝ্‌তে পারলে। তাই তারা তার শুকনো কাঠ-কুটোগুলোকে জড়িয়ে দড়ির মত হ'য়ে থাক্‌তে চাইলে। মেয়েটি সাপদের কথায় প্রথমে ভয় পেয়েছিল। অগত্যা খুসি হ'য়ে তাতে রাজি হ'ল।

সাপ দুটোর কৃপায় সেবার বিনাদড়িতে বেঁধেই কাঠ-কুটো সে বৌদিদিদের এনে দিলে। কাঠ নামাবার সময় খুব ধীরে ধীরে সেগুলিকে রাখ্‌লে, যাতে সাপদের গায়ে চোট না

লাগে। সাপ দুটো সেই সুযোগে আপনার আপনার জায়গায় সরে' পড়ল।

সব শেষে তার বৌদিদিরা অন্য কোনো উপায়ে জব্দ করতে না পেরে তাকে একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছের উপর চড়ে' তার দাদারা এখন বাড়ী থেকে কত দূরে আছে, আস্‌চে কিনা দেখ্‌তে হুকুম দিলে।

শিমুল গাছটা ছিল অসম্ভব রকমের বড় আর উঁচু, তাতে আবার বেজায় পিছল। বেচারী কি আর করে, বৌদিদিদের কথামত একটা তীরের ফলা দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে প্রাণটা হাতে ক'রে কোনো গতিকে গাছটার মটকায় গিয়ে উঠ্‌ল। সেখান থেকে সে গান ধরলে :—

"রঙ্‌ রঙ্‌কা দামার কোম্
কত দূরে রে দাদা বড়দা বেপারী॥"
মানে—টিং টিং বাজে বলদের ঘণ্টা
কত দূরে রে দাদা বলদ বেপারী।

বাড়ীতে ফিরেই তার দাদারা ছোট বোনটিকে ঘরে না দেখ্‌তে পেয়ে বৌযেদের উপর খুব রাগ করতে লাগ্‌ল। তখন তারা সেই প্রকাণ্ড শিমুল গাছটার উপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

কিন্তু এ কি? সকলেই অবাক হ'য়ে দেখ্‌লে সেখানে

মেয়েটি নেই, একটি চমৎকার ঘুঘু পাখী ব'সে আছে, আর সে গান গাইচে।

এক ভাই আর থাক্‌তে না পেরে একটা মালা হাতে সেই উঁচু গাছটার মটকায় চ'ড়ে সেই বোনটির গলায় পরিয়ে দিলে। সেই থেকে গলায় মালার মত দাগওয়ালা ঘুঘুর জন্ম হ'ল, আজো তাদের বংশের সব ঘুঘুদের এই দাগ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।



# হিংসুকে দাদা

এক বিধবা বুড়ির সাত ছেলে ছিল। সব ছোটটির নাম ছিল 'চাকচুটিয়া।' তারই কেবল বিয়ে হয়নি—অন্য সবারই বিয়ে হয়েছিল।

বাপ মারা যেতে তাদের বিষয়-আসয়, গরু-ছাগল, জমি-জমা যা কিছু চারুচুটিয়ার সব ভাই মিলে ভাগ-বাঁটরা ক'রে নিলে। আর তারা সবাই নিজের নিজের আলাদা আলাদা এক একটা বাড়ী ঘরও তৈরী ক'রে নিলে। চারুচুটিয়ার কপালে কিছুই তেমন জুটল না, বেচারা পাবার মধ্যে পেলে,



একটি বেঁড়ে বলদ, একটা বুড়ো মোষ, আর জমির মধ্যে একটুকরো ওঁচা পড়ো জমি। ভাল যা-কিছু তা' তার দাদারাই সব দখল করলে।

চারুচুটিয়ার একটা সুবিধে হ'ল এই যে, তার মা তার অন্য ভায়েদের ছেড়ে তার সঙ্গেই একটা আলাদা বাড়ীতে রইল। তার মা তাকে রেঁধে বেড়ে দিত।

তার পর কিছুদিন বেশ কেটে গেল। চারুচুটিয়া করলে কি, তার সেই বেঁড়ে বলদ আর বুড়ো মোষটাকে বেশ ক'রে নাইয়ে-ধুইয়ে পরিষ্কার ক'রে গলায় ঘণ্টা ঝুলিয়ে ছেড়ে দিলে। সবাই তার ঐ মোষ আর বলদ দেখে ও-দুটোর মালিককে খোজ করতে লাগল।

চুটিয়ার ভায়েদের তাতে মনে মনে বেজায় অভিমান হ'ল। তারা ভাব্‌লে আমাদের এমন সব মোটা মোটা গরু মোষ থাক্‌তে কি না পাড়ার সকলের চুটিয়ার ঐ বেঁড়ে আর বুড়ো বলদ মোষের উপর দৃষ্টি পড়ল? রাত দিনই কি ঐ দুটোর কথা শুন্‌ব? এতে ভারি তাদের অসহ্য বোধ হ'তে লাগ্‌ল।

রাগের মাত্রা এতই চড়ে উঠ্‌ল যে তারা চারুচুটিয়ার ঘরে রাতারাতি ঢুকে তার বুড়ো মোষটাকে মেরে রেখে এল।

সকালে চারুচুটিয়া উঠে সব ব্যাপার দেখ্‌লে—আর বুঝ্‌লেও সব। একটিও কথা না ক'য়ে সে আস্তে আস্তে মরা মোষটার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তার বেঁড়ে বলদের পিঠে চাপিয়ে গাঁ ছেড়ে সে অন্য জায়গায় চল্ল! ভাব্‌লে "দেখি, অদৃষ্টে কি আছে?"

অনেক দূরে যেতে যেতে সে একটা পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড বড় জঙ্গলের মাঝে যখন এল তখন রাত হ'য়ে গেছে। কি

করে ? বলদটাকে একটা গাছের তলায় বেঁধে সে অন্য একটা গাছের ওপরে মোষের চামড়াটাকে নিয়ে চড়ে' পড়ল।

অবশেষে, যখন রাত অনেক হয়েছে, তখন সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একদল ডাকাত যাচ্ছিল। তারা হঠাৎ কি মনে করে বেশী দূর না গিয়ে ঠিক্ সেই গাছটার নীচে তাদের চোরাই ধন ভাগ কর্‌বে ব'লে এসে জড় হ'ল।

তার পর অনেকক্ষণ ডাকাতগুলো একমনে তাদের ধন দৌলৎ ভাগ করচে—কোনো দিকে তাদের লক্ষ্যই নেই ঠিক্ সেই সময় গাছের উপর থেকে চারুচুটিয়া ধপাস ক'রে সেই মস্ত বুড়ো মোষের রক্ত লাগা কাঁচা চামড়াটা ঠিক্ তাদের মধ্যিখানে ফেলে দিলে। যেমন চামড়া পড়ার বিকট শব্দ হওয়া আর অমনি চোরগুলো তাদের লুটের মালপত্র সব ফেলে ভোঁ দৌড় ! তারা অত রাত্রে অন্ধকারে গাছের উপর থেকে এই ভুতুড়ে কাণ্ড দেখে আর সে-মুখো হ'তে সাহস পেলে না।

সকালে বেশ দিব্যি ক'রে চুটিয়া তার বেঁড়ে বলদটি বোঝাই ক'রে ডাকাতদের লুটের ধনদৌলত সব কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ী চল্ল। মোষের কাঁচা চামড়াটা সেইখানেই ফেলে দিলে।

তার বুড়ি মা ধন কড়ি দেখে খুব খুসী হ'ল। তখন সে তার মাকে বল্লে, "মা, দাদাদের কাছ থেকে দাঁড়িপাল্লাটা নিয়ে এস ত ?" মা তাদের কাছ থেকে অনেক ক'রে চেয়ে চিন্তে দাঁড়িপাল্লা এনে দিলে।

সে দেখ্‌লে তার ধন ওজনে সাত পাল্লা হ'য়েছে। পাল্লাটা ফেরৎ দেবার সময় পাল্লার ভাড়া হিসাবে গোটাকতক মোহর তাতে রেখে দিলে।

এই ব্যাপারে অবাক্‌ হ'য়ে তার সব ভায়েরা চুটিয়ার্‌ ধন হ'ল কি ক'রে জান্‌বার জন্যে তার কাছে এসে জুট্‌ল। সব বড় ভাই তাকে জিজ্ঞাসা করলে "হ্যাঁরে, আজকাল বুঝি বাজারে চামড়ার দর খুব চড়েচে?" চারু বল্লে, হাঁ দাদা, তোমাদের তো খুব ভাল ভাল মোটাসোটা অনেক মোষ আছে—তাদের চামড়ার ওজনও ত বড় কম হবে না? কত গাড়ী যে বইতে হবে তারও ঠিক নেই—টাকাও তেমনি পাবে। আমার সেই বুড়োমোষের চামড়াতেই এত পেয়েচি তা তোমাদের তো কথাই নেই।"

চুটিয়াকে আর কোন কথা না ব'লে চুপি চুপি তারা ক'ভাই যুক্তি ক'রে একদিন তাদের যতগুলো ভাল ভাল মোষ কেটে ফেল্লে। তার পর ছাল ছাড়িয়ে বিদেশে বিক্রি করবার জন্যে বলদ বোঝাই ক'রে নিয়ে চল্ল।

প্রথমে কাছাকাছি গাঁগুলোতে বিক্রির চেষ্টা করলে। পরে এগাঁ থেকে সে গাঁ—এমনি ক'রে সর্ব্বত্র ঘরে ঘরে হয়রাণ হ'তে লাগ্‌ল। কেউ আর তাদের চামড়া কেন্‌বার নামও করলে না, বরং তাদের ঠাট্টা করতে লাগ্‌ল। কেউ কেউ রেগে বল্‌তে লাগ্‌ল—"ব্যাটারা আমাদের বাসি, ডোম পেয়েছিস্‌ যে, আমরা চামড়া কিন্‌বো?"

তার পর যখন তারা—সবশেষে সবাই মিলে দেখ্‌লে 'ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা' ছাড়া আর কোনো উপায় নেই—তখন অগত্যা বাড়ীতেই তারা মনের দুঃখে ফিরল। বাড়ী এসে রাগে দুঃখে তারা জ্ব'লে যেতে লাগ্‌ল।

এতে আবার চারুচুটিয়ার উপর রাগ তাদের দ্বিগুণ হ'য়ে উঠ্‌ল। রাগ সাম্‌লাতে না পেরে তারা তার ঘরে দিলে আগুন ধরিয়ে।

কিন্তু চারু এবারও কোনো গণ্ডগোল না ক'রে আস্তে আস্তে তার ঘরের পোড়া ছাইগুলো জড় ক'রে একটা থলের মধ্যে পূরে তার বেঁড়ে বলদের পিঠে বোঝাই দিয়ে আগে-কার মতই যা' অদৃষ্টে আছে হবে ব'লে যেদিকে খুসী বেরিয়ে পড়ল।

অনেক ঘোরাঘুরির পর তার নিজের গাঁ থেকে অনেক দূরে একজায়গায় রাতটা বিশ্রাম ক'রে অন্যত্র যাবে স্থির করলে। আরো অনেকগুলো ব্যাপারীও তাদের জিনিষপত্র নিয়ে তারই সঙ্গে সেই জায়গায় রাত কাটাবে ব'লে আস্তানা গাড়লে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর চারু ব্যাপারীদের বল্লে "দেখ ভাই, আমি ছেলেমানুষ, রাত্রে ঘুমায়ে পড়ি যদি, তাই ব'লে রাখ্‌চি আমার এই বোঝাটাতে অনেক দামী জিনিষপত্র আছে তোমরা দয়া ক'রে রাত্রে এটার উপর একটু নজর রেখো।"

ভোরের দিকে যখন সব ব্যাপারীরা অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েচে, এমন সময় একটা ব্যাপারী করেচে কি আস্তে আস্তে উঠে চারুর বেঁড়ে বলদের পিঠ থেকে তার বোঝাটা নাবিয়েচে। নাবিয়ে দেখে বেশ ওজন, তাই সে তার. নিজের টাকার বোঝাটাই তার উপর রেখে নিজে চারুর বোঝাটা নিয়ে বলদের পিঠে চাপিয়ে চুপি চুপি পিট্টান দিলে।

চারুচুটিয়া আসলে রাত্রে ঘুময়-নি—মটকা মেরে প'ড়েছিল। —সে ব্যাপার দেখে মহা খুসী ; হাসি চাপ্‌তে পারলে না !

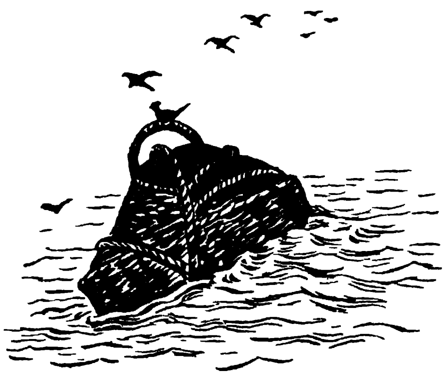
সকালে অপর সব ব্যাপারীরা যখন ঘুম থেকে উঠ্‌ল সেও উঠে তার বেঁড়ে বলদ বোঝাই ক'রে ছাইয়ের বদলে টাকার বোঝা নিয়ে বাড়ী চল্লো। এবারও সে তার মাকে দিয়ে তার ভায়েদের দাঁড়িপাল্লা আনালে। টাকা ওজন হ'য়ে গেলে পর এবারও তাতে কিছু টাকা রেখে পাল্লাটা ফেরত দিলে। ওজনে টাকা এবারও ছপাল্লা হ'ল।

তার ভায়েরা আবার তার কাছে ছায়ের দাম অত পেলে কি ক'রে জিজ্ঞাসা করতে তার কাছে এল। চারু বল্লে, "আমার যদি তোমাদের মত অত বড় বড় বাড়ী থাকৃত তা'হলে দেখ্‌তে পুড়িয়ে ছাই ক'রে আরো কত টাকা পেতুম।"

তার হিংসুকে ভায়েরা অমনি হিংসেতে বুদ্ধি হারিয়ে নিজেদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে ছাই ক'রে সেগুলি বিক্রী ক'রে চারুর চেয়ে বড় মানুষ হবার মৎলব করলে। তাদের ছিল বড় বড় বাড়ী। বড় বড় থলি বোঝাই ক'রে দূর গাঁয়ে বিক্রী করতে গেল।

বাজারে বাজারে "চাই ছাই"—"চাই ছাই" ক'রে হেঁকে হেঁকে ফিরতে লাগ্‌ল কিন্তু পোড়া ছাই আর বিকোয় না। অনেকে তাদের মারতে বাকি রাখে নি। লোকে শুনে বলে "আমরা কি ধোপা যে ছাই কিন্‌ব ?"

ছ'ভাই মনের দুঃখে এবারও ছাই নিয়েই বাড়ী ফিরল। এবার তারা চারুকে মেরে ফেল্‌বে স্থির করলে। তারা সবাই



মিলে তাকে ধ'রে একটা বড় বাক্সে বন্ধ ক'রে তাকে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে এল। সে স্রোতের টানে ভেসে চল্ল।

নদীর ধারে এক জায়গায় একজন রাখাল একপাল গরু আর মোষ চরাচ্ছিল। সে সেই নদীর উপর জলে বাক্সটা ভেসে যেতে দেখ্‌তে পেলে। তাড়াতাড়ি একটা জাল ফেলে বাক্সটা ডাঙ্গায় ওঠালে। খুলে দেখে তার মধ্যে চারুচুটিয়া

ব'সে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে, "আমি ইচ্ছে ক'রেই এই রকম ফুর্ত্তি ক'রে ভেসে ভেসে নদীর হাওয়া খাচ্ছিলুম।"

রাখালেরও তার কথা শুনে বাক্সর মধ্যে বন্ধ হ'য়ে ভেসে যেতে কেমন লাগে দেখ্‌বার ইচ্ছে হ'ল। সে যেমনি বাক্সের মধ্যে ঢোকা আর অমনি চারু তাকে বন্ধ ক'রে নদীর স্রোতে টেনে নিয়ে ফেল্লে! বেচারা যে ভেসে কোথায় গেল তার ঠিকানা নেই! এদিকে রাখালের সেই সব ভাল ভাল গরু-মোষগুলো সে বাড়ী নিয়ে গেল।

তার মা ছেলেকে ফিরে পেয়ে আর সেই সঙ্গে অত ভাল ভাল গরু-মোষ পেয়ে ভারি খুসী! বল্লে বাঃ রে! চারু বেশ গরুগুলো এনেচিস্‌ ত?" বড় ভাই বল্লে "তা যদি আমি ওর মত একলা মানুষ হতুম তো ঢের আনতুম।" চারুচুটিয়া বল্লে, "তা কেন? তোমরা হচ্চ ছ'জন—তোমরা ছ'জনেই যদি আমার মত সে-দেশে ভেসে যাও তো কত বেশী গরু মোষ পাও তা' একবার ভেবে দেখ!"

চারুর ভায়েরা দেখ্‌লে এ যুক্তিটা মন্দ নয়। অমনি বড় বড় ছ'টা বাক্সতে নিজেদের বন্ধ ক'রে চারুকে নদীতে ভাসিয়ে দিতে বল্লে। চারু বেশ ক'রে তাদের বাক্সে পূরে মুখ বন্ধ ক'রে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে এল। এমনি ক'রে দুষ্টু ভায়েদের সাজা দিয়ে সে মাকে নিয়ে ধনদৌলৎ ভোগ করতে লাগ্‌ল।